শ্যামলী

নাটক

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয়—মহাসপ্তমী, ২৮শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬০

সন্ধ্যা ৬॥০টায়, ইং ১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৩

নিরুপমা দেবীর

সর্ব্বজন পরিচিত উপন্যাস হইতে

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩·১·১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

এক টাকা আট আনা

পৌষ —১৩৬০

শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক
শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মঞ্চ-নাট্য-পরিচালনায় আপনাদের কৃতিত্বের কথা শুনে এসেছিলাম এতদিন। 'শ্যামলী' মঞ্চস্থ করার পূর্ব্বে তা' প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হ'য়েছে—দিনের পর দিন। তাই বিস্ময় বিমুগ্ধ-চিত্তে 'শ্যামলী' আপনাদের হাতে তুলে দিলুম। ইতি—২২শে পৌষ '৬০।

স্নেহধন্য
দেবনারায়ণ গুপ্ত

স্বর্গগতা কথা-শিল্পী নিরুপমা দেবীর সুবৃহৎ উপন্যাস 'শ্যামলী' বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই বৃহৎ ঘটনাবহুল উপন্যাসটীকে ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র নাটকাকারে রূপান্তরিত করার জন্য আমাকে আদেশ করেন। কয়েকদিন নাট্য-পরিচালক শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক ও শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্রের সহিত এতদ্‌সম্পর্কে আমার আলোচনা চলে। আলোচনায় স্থির হয় যে, শ্যামলীকে নিয়েই আমাদের নাটক হবে। আমরা নাটক শেষ করেছি, যেখানে অনিলের মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে শ্যামলী অন্তরের সকল আকাঙ্খা পূর্ণ করলে।

উপন্যাস ও নাটকের গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূল উপন্যাস থেকে যা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করতে হয়েছে—তা নাটকীয় প্রয়োজনেই। সুতরাং, সর্ব্বাগ্রে উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এজন্য মার্জ্জনা চাইছি।

'যৌবন চঞ্চল' ও 'সাজো সখি, সাজো সাজো' গান দু'টী রচনা করেছেন—বর্ত্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার কবি শ্রীশৈলেন রায়। এই গান দুটী নাটকের গৌরববর্দ্ধন করায় কবিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নাটকে তারিণী চরিত্রটির মুখে ভাব ভাষা আমি দিলেও—চরিত্রটি সৃষ্টির মূলে যামিনীদার যে ইঙ্গিত ছিল, একথা স্বীকার না করলে আমার পক্ষে একটা মস্ত বড় ত্রুটী থেকে যাবে।

'শ্যামলী'র অসামান্য সাফল্য ও অকুণ্ঠ প্রশংসার মূলে ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র, পরিচালক শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক ও শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র, সর্ব্বজনপ্রিয় নট শ্রীযুক্ত জহর গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহের আন্তরিক নিষ্ঠার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করছি।

পরিশেষে বক্তব্য, 'শ্যামলী'র নাট্য-রূপায়ণের মূলে শ্রদ্ধাভাজন প্রচার-বিদ্ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি। আমার সহকারী শ্রীমান্ বুণ্টু পালিত পাণ্ডুলিপি রচনার কাজে সাহায্য করায়, তাঁকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানাচ্ছি। ইতি—কলিকাতা
২২শে পৌষ, ১৩৬০।

বিনীত
দেবনারায়ণ গুপ্ত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

তারিণী	সরলা দেবীব মাতুল
অনিল	সরলা দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র
সলিল	ঐ কনিষ্ঠপুত্র
শিশির	অনিলের বন্ধু
সুনীল	অনিল ও শিশিরের বন্ধু
সনাতন	ঐ ঐ
শম্ভু	সলিলের বন্ধু
পীতাম্বর	শ্যামলীর পিতা, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ
পাঁচকড়ি	পীতাম্বরেব প্রতিবেশী
জলধর	ঐ ঐ
গদাধর	ঐ ঐ
শ্যামাদাস	ঐ ঐ
বিশ্বেশ্বর	সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী, রেবার পিতা
দীননাথ	পীতাম্বরের ভৃত্য

বর ও কন্যা-পক্ষেব পুরোহিত, বরযাত্রিগণ, কন্যাযাত্রিগণ, তত্ত্ববাহকগণ, স্যাকরার দোকানেব কর্ম্মচারী, জনৈক সন্ন্যাসী প্রভৃতি।

স্ত্রী

সরলা দেবী	...	...	অনিলের মাতা, সঙ্গতিসম্পন্না
নারায়ণী	...	...	পীতাম্বরের স্ত্রী, শ্যামলীর মাতা
শ্যামলী	...	...	পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা
বিজলী	...	...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা
রেবা	...	...	বিশ্বেশ্বরের কন্যা
রেবার মা	...	...	ঐ স্ত্রী
মঞ্জু	...	...	তারিণীর নাত্‌নী, সরলা দেবীর বোন্‌ঝি

সরলা দেবীর প্রতিবেশিনীগণ, বিজলীর বান্ধবীগণ প্রভৃতি।

শ্যামলী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্যামলীদের বাড়ীর ছাদ। ছাদটি চারিদিকে আলসে দেওয়া। একপাশ দিয়া ছাদে উঠিবার একটি সিঁড়ি। পশ্চাতে পল্লীগ্রামের শ্যাম-শোভায় শোভিত অসংখ্য বৃক্ষরাজির মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। শূন্যে নীলাকাশ ঘন কৃষ্ণ মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জন হইতেছে ও বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ইতিমধ্যে শ্যামলী ছুটিয়া মঞ্চে প্রবেশ করিল ও ছাদের উপর উঠিয়া গেল। * তাহার আঁচল মাটীতে লোটাইতেছে। একরাশ এলো চুল পিঠে দুলিতেছে। মৃদুমন্দ পবনে গাছের মাথাগুলি দুলিতেছে। শ্যামলী বিপুল বিস্ময়ে এই মেঘ-বিদ্যুতের খেলা দেখিতেছিল। সহসা শ্যামলীর মা নারায়ণীকে শ্যামলীর নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছাদে আসিতে দেখা গেল।

নারায়ণী। শ্যামলী! শ্যামলী!

শ্যামলী চমকাইয়া তাহার মাকে দেখিল। উল্লাসে দু'হাতে তালি দিল। আকাশের দিকে হাত বাড়াইয়া মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। সে মাকে বুঝাইতে চাহে—'দেখ মা, আকাশে কত মেঘ, কেমন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে!' মা কন্যার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—

নারায়ণী। দেখেছি, দেখেছি। মেঘ-বিদ্যুৎএর খেলা ত—দেখেছি। এখুনি যে বৃষ্টি আসবে। এমন সময় কি ছাদে ছুটোছুটি করে? নে চ ঘরে চ।

---

* আলোচ্য দৃশ্যটি ছাদের স্থলে উঠানে অভিনয় হইতে পারে।

শ্যামলী যাইতে রাজী হইল না। ইঙ্গিতে বুঝাইল সে এখন যাইবে না

নারায়ণী। না, যাবে না বৈকি!

শ্যামলী পুনরায় আকাশের দিকে হাত বাড়াইয়া মা'র দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিল। তাহা দেখিয়া নারায়ণী বলিলেন—

নারায়ণী। দেখেছি, দেখেছি। মেঘ করেছে। তাই বলে ভিজ্‌তে হবে কি? এই অবেলায় জলে ভিজে একটা রোগটোগ কর আর কি?

সহসা প্রচণ্ড মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। নারায়ণী বলিলেন—

নারায়ণী। মাগো, চোখ গেল যে! চল্‌ হতভাগী—ঘরে চল্‌।

নারায়ণী শ্যামলীর হাত ধরিয়া টানিলেন। শ্যামলীও জোর করিতে লাগিল, কিছুতেই সে যাইতে চাহিল না। নারায়ণী বিব্রত-ভাবে ডাকিলেন

নারায়ণী। বিজলী! বিজলী!

ভিতর হইতে বিজলীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল

বিজলী। (নেপথ্যে) কেন মা?

নারায়ণী। তুই একবার এদিকে আয় তো—

ইতিমধ্যে শ্যামলী তাহার হাত মায়ের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে ও মহানন্দে হাততালি দিয়া নাচিতে সুরু করিয়াছে। নারায়ণী নিরুপায় হইয়া কন্যাকে ভাল কথায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

নারায়ণী। লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে। তুমি আমার সঙ্গে চল তো মা। শ্যামলী আমার বড্ড কথা শোনে।

শ্যামলী মায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া হাততালি দিতে দিতে মাথা নাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিজলী আসিল

বিজলী। কি হলো মা, কিছুতেই বুঝি যেতে চাইছে না?

নারায়ণী। হাঁ, দেখ্ না কি করছে।

বিজলী। ওতো মেঘ দেখলে ওমনিই করে। থাকুক ও—যেমন ওর বুদ্ধি।

নারায়ণী। তা বলে কি ভিজে মরবে? এই বর্ষায় ভিজ্‌লে ব্যায়রাম হবে যে।

বিজলী কাপড় গাছ-কোমর করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—

বিজলী। দাঁড়াও তুমি, আমি দেখছি।

নারায়ণী বিজলীকে বাধা দিলেন

নারায়ণী। না, আমিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখি। তুই জোর করতে গেলে হয় তো আরও ক্ষেপে যাবে। তুই যা—

বিজলী চলিয়া গেল। নারায়ণী শ্যামলীর নিকটে গিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন—

নারায়ণী। ওরে ঘরে চল্ পাগল, ঘরে চল্।

শ্যামলী নারায়ণীর কথায় কান দিল না, যথারীতি আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। নারায়ণী ব্যাকুল-ভাবে

নারায়ণী। শ্যামলী, শ্যামলী আমার কথা শুন্‌বি না? আমায় এমনি করে কষ্ট দিবি? চল্ ঘরে চল্, জানালায় বসে যত খুসি মেঘ দেখিস্।

নারায়ণী পুনরায় শ্যামলীর গায়ে মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া কহিলেন—

নারায়ণী। লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে চলত মা—

শ্যামলী মায়ের কথা মত দু'এক পদ অগ্রসর হইল। সহসা সে থামিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিল।

নারায়ণী ম্লান হাসিয়া

নারায়ণী। ওরে হয়েছে, হয়েছে। আর আদর করতে হবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অনিলের বাড়ী। বাড়ীটি যেমন বিরাট, তাহার মহার্ঘ শয্যাও তেমনি। দেখিলেই মনে হয়, গৃহস্বামী বিপুল ধনের অধিকারী। এই বিরাট গৃহের একটি কক্ষে অনিল ও তাহার মা সরলা দেবী কথা কহিতেছিলেন।

সরলা। এবার আর তোর কোনও ওজর আপত্তি শুনছি নে। একটি কথাও এবার আর তোকে কইতে দেব না, বুঝ্‌লি।

অনিল। (হাসিয়া) একটিও না!

সরলা। না, একটিও না। এম্‌-এ পাশ করাতো হোয়ে গেল, আবার কি কথা বল্‌বি শুনি? এখন আমি যে মেয়ে পছন্দ করে দেব, তাকেই তোকে বিয়ে করতে হবে।

অনিল। (হেসে) তা সে হাবাকালাই হোক। আর কাণা-খোঁড়াই হোক।

সরলা। ইস্‌! আমি ওকে হাবাকালা, কাণাখোঁড়া, কালোকুচ্ছিৎ মেয়েই গছিয়ে দিচ্ছি যেন। কিন্তু এই মেয়ে পছন্দ নিয়ে তুমি যে

আমায় হায়রান করবে তা হবে না বলে রাখছি। আমার যাকে পছন্দ হ'বে তাকেই তোমার বিয়ে করতে হবে জেনে রাখ।

অনিল। তা'কে যদি আমার পছন্দ নাও হয়, তবু বিয়ে করতে হবে, এই তো ?

সরলা। হাঁ, হবে। তোর আবার পছন্দ কি ? এই তিন বছর ধরে কত পরীর মত সুন্দরী মেয়ে তো তোকে দেখালাম। তার একটাও তোর পছন্দ হয়েছিল কি ? পছন্দ বলে তোর কোনও জিনিষ আছে কি ? এবার আমি যা স্বমুখে পাব, যে মেয়েকে আমার ইচ্ছে হবে তা'কেই ধরে তোর বিয়ে দেব, দেখি তুই কি করতে পারিস্।

অনিল। (হাসিয়া) দোহাই মা, তাই করো। সেকালের সেই রাজাদের মত, তোমার এই ধেড়ে আইবুড়ো ছেলের দায়ে বিব্রত হোয়ে তুমি প্রতিজ্ঞা কর, যে রাত পোহালে উঠে যার মুখ দেখব—তার সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেব। তা সে ডিমওয়ালীই হোক, মাখনওয়ালীই হোক্—আর মেথরাণীই হোক।

সরলা। কি। আমি মেথরাণী বউ করব ? কেমন মেয়ে বউ করতে যাচ্ছি দেখবি তবে ?

অনিল। কই দেখি।

অনিল জানলার দিকে উঁকি মারিল

সরলা। ও দিকে উঁকি দিচ্ছিস্ কি ? এই দেখ—

সরলা আঁচলের চাবি দিয়া আলমারী খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে একখানা ফটো বাহির করিয়া, পুত্রের চোখের অতি নিকটে ধরিলেন

অনিল। (হাসিয়া) আঃ! চোখের ভিতর গুঁজে দিলে কি আর দেখ্‌তে পাওয়া যায়? হাতে দাও।

ফটোর দিকে একটু দেখিয়া

যাচ্ছেতাই—

সরলা। উঃ! যাচ্ছেতাই! এমন মেয়ে হোল কিনা—যাচ্ছেতাই। এ মেয়েকে তোমার পছন্দ করতেই হবে বলে রাখছি—নইলে আমি অনর্থ করবো।

অনিল। পছন্দ যখন করতেই হবে। তখন আর আমার মতামতের মূল্য কি?

সরলা। তোর বিয়েতে তোর মতামতের মূল্য নেই তা আমি জানি। তা' বলে আমিই কি আর অপছন্দ জিনিষ পছন্দ করেছি রে? বেশ তো তুইও না হয় দেখ্, পছন্দ কর, তারপর না হয় সে কথা হবে।

অনিল। বেশ তো এইতো ভালমানুষের মেয়ের মত কথা!

সরলা। (হাসিয়া) আমি যাই, তেমন বাপের বেটী, তাই তোর মত এমন বুড়ো ছেলের দামালপণা সহ্য কর্‌ছি।

অনিল। হ্যাঁ। সে কথা ঠিক। আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে সে কথা স্বীকার করছি।

সরলা। নে এখন বাজে বকুনী রেখে ছবিখানা ভাল করে দেখিস্ তো দেখ্।

অনিল। কিন্তু আমি বলছিলাম কি P. R. S. মানে 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ'টা দিয়ে ছবি দেখাদেখি করলে ভাল হোত না?

সরলা ছেলের হাত থেকে ফটো ছিনাইয়া লইতে লইতে

সরলা। তুই দে, আমার ছবি।

অনিল। আচ্ছা মা, রংটাতো ফটোয় জানা গেল না।

সরলা। শিশিরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিস্, তাহলেই সব জানতে পারবি।

অনিল। শিশিবকে! ও, সেই বুঝি তোমার এবাবের গুপ্তচর?

সরলা। গুপ্তচর হোতে যাবে কেন? আমার সই এই মেয়েটীর সন্ধান দিয়ে চিঠি লিখেছিল। তার চিঠিতে মেয়েটী বড্ড সুন্দরী শুনে শিশিবকে আমি দেখ্‌তে পাঠিয়েছিলাম। আর ক্যামেরাটাও সঙ্গে দিয়েছিলাম, একটা ফটো তুলে আনার জন্যে।

অনিল। বাঃ! এত কাণ্ড করেছ অথচ আমি কিছুই জানি নে।

সবলা। সংসারের কোন খোঁজটা তুই রাখিস্? আমি না থাকলে তোর যে কি গতি হবে—

অনিল। সে কথা সত্যি। তোমার মত মা-টী না পেলে আমার যে কি হোত তাই ভাবি।

সরলা। কিন্তু তাই বলে চিবকালটা মায়েব খোকা হোয়ে থাকলে ত চলবে না?

অনিল। কেন চল্‌বে না? তোমাব সলিল বিষয় আশয় সংসার ধর্ম্ম দেখবে, আর আমি তোমাব খোকা হয়েই দিন কাটাব।

সরলা। ইস্! তুই আগে, সলিল পরে। একটি ভাল বউ এনে তোর এই খোকামী ঘুচিয়ে তবে আমার নিশ্চিন্তি।

অনিল। (হাসিয়া) তোমাব ভাল বউ এসে সর্ব্বাগ্রে আমার খোকামীটাই ঘোচাবে মা! তবেই হোয়েছে।

সরলা। ওরে রাখ্, রাখ্। এই সুন্দরী বউ পেয়ে দিনান্তে মা'র কাছে একবার আস্‌তেও মনে থাকবে না। তখন এই খোকামীর কথা মনে করলেও হাসি পাবে। দেখে নিস্।

অনিল। এই এতক্ষণে ছেলের বিয়ে দেবার সারমর্ম তোমার মনে এসেছে মা!

সরলা। ওরে সংসারে এসে এই-ই তো করতে হয়। মেয়েটিকে কত যত্নে মানুষ করে, পরের ঘরে পাঠিয়ে, পরের চেয়েও পর করে দিতে হয়। আবার ছেলেকে ততোধিক আশার সঙ্গে গড়ে তুলে, শেষে কারো কপালে সে আপনারই থাকে, কারও পর হোয়ে যায়। তবুও একটি পরের মেয়ে এনে তার সঙ্গে গেঁথে দিয়ে তবে তো মা'র নিশ্চিন্তি। একি আমিই একা করছি রে? জগতই তো এই করছে। এই একান্ত আপনারটিকে পর করতে না পারলে, মানুষের কত ভাবনা, কত দুঃখু।

মায়ের কথায় অনিল ব্যথিত হইল। সরলার চোখ দিয়া দু ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিতে লাগিলেন—

সরলা। কি এমন করে দেখছিস্ অনিল? মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে মা বাপে কত কাঁদে, দেখিস্ নি কি? তুই যে আমার ছেলের মত ন'স্ অনিল, তুই যে আমার মেয়ের মত চিরকেলে আঁচলধরা। তাই তো আমার চোখে জল এলো। এরজন্য তুই কিচ্ছু ভাবিস্‌নে বাবা!

অনিল। কি জানি কি করছো মা। ভাল করছো, কি মন্দ করছো —ভগবানই জানেন।

সরলা। সেই ভাল কথা বাবা। ফল ভগবানের হাতেই ছেড়ে দে। তুই ভাবিস নে অনিল, বেশ সৎবংশের মেয়ে। অবশ্য বড়লোক নয় কিন্তু খুব ভাল ঘর। মেয়েটি শুনেছি নামেও বিজলী, দেখতেও ঠিক বিদ্যুৎএরই মত।

অনিল। আমি ত' সে সব কথা ভাবছি নে মা। আমি ভাবছি কি

জান মা, পরের মেয়ে এসে আমাদের মা-বেটার মনের মাঝে পাঁচিল তুলবে না তো?

সরলা। কি যে বলিস্ অনিল! শুভকাজে ও সব কথা কি মনে করতে আছে? বেশ তো—তোর ইচ্ছে হয়, তুই শিশিরের কাছে খোঁজ খবর নে না। এ মেয়ে যদি তোর পছন্দ না হয় তো অন্য মেয়ে দেখি। কিন্তু এ মেয়েটি আমার বড় পছন্দ রে!

অনিল। তোমার যখন পছন্দ তখন আবার দেখব শুনবো কি মা?

সহসা শিশিরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া

এই যে গুপ্তচর! তোমার এই কাজ?

সরলা। (হাসিয়া) শিশির এসেছিস্? অনিলকে বল তো বাবা কেমন মেয়ে দেখে এলি?

অনিল। (মায়ের মুখের কথা কাড়িয়া) বলতে হবে না মা বলতে হবে না। ও বাংলায় এম্-এ, অনেক অলঙ্কার দিয়ে বলবে সে আমি জানি।

শিশিরের দিকে অগ্রসর হইয়া

কিন্তু তুমিই না বলেছিলে বন্ধু, চির-কৌমার ব্রহ্মচর্য্য পালন করে দ্বিতীয় ভীষ্ম হবে?

শিশির। (অপ্রস্তুত ভাবে) বারে! আমি কি নিজে বিয়ে করতে যাচ্ছি নাকি? আমি তো মাসীমার হুকুমে তোমার জন্যে কণে দেখতে গিয়েছিলাম।

অনিল। শুধু কণে দেখতে গিয়েছিলে? ক্যামেরা পর্য্যন্ত ঘাড়ে করে—

সরলা। (বাধা দিয়া) আঃ! ওকে কেন বকছিস্ বাপু, আমিই ওকে

পাঠিয়েছিলুম। আমার কথায় ও গিয়েছিল। এই আষাঢ় মাসেই আমি বিয়ের দিন ঠিক করব তা কিন্তু বলে রাখছি।

অনিল। তা'হলে শুধু ক্যামেরা দিয়েই শিশিরকে পাঠাওনি। অনেকদূর এগিয়েও গেছ বল ?

সরলা। তা গিয়েছিই তো। ছোটমামাকে আসতে লিখেছি। মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে কাজ করবার তিনি ছাড়া আর তো কেউ নেই।

অনিল। বল কি! ছোটদাদুকেও এরমধ্যে চিঠি দেওয়া হয়ে গেছে ? সর্ব্বনাশ! সেই রসিক বুড়োটা এলে তো দিনরাত আমায় ক্ষেপিয়ে মারবে দেখ্ছি।

সরলা। তোর বিয়েতে দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দ করবার ছোটমামা ছাড়া আজ আর কে আছে বল্ ?

অনিল। এ কথা সত্যি মা।

সরলা। নে, এখন তোরা কথাবার্ত্তা কয়ে সব ঠিক করে ফেল্। আমি পূজো করতে যাই।

সরলার প্রস্থান

অনিল। তারপর গুপ্তচর! মা'কে তুমি এমন করে ক্ষেপালে কেন বল দেখি ?

শিশির। একটুও বাড়িয়ে বলিনি ভাই—মেয়েটি সত্যই অপূর্ব্ব!

অনিল। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব তো নিজের জন্যে ঠিক করলেই পারতে ? তোমার অনূঢ়-আদর্শের গয়ায় পিণ্ডি পড়ে যেত।

শিশির। আঃ কি যে বলিস্! গিয়েছি তার জন্যে কণে দেখতে—

অনিল। তাতে কি হয়েছে ? 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' মনে করে—

শিশির। অত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করি কি করে ? তাছাড়া বিজলী তোর পাশেই শোভা পায়।

অনিল। তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তার চেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা যে তুমি করতে চলেছ বন্ধু! আমাকে তুমি মার কোলচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছ—

শিশির। বন্ধুকে বিশ্বাস করতে পারিস্ অনিল, ফল কিছুই খারাপ হবে না।

অনিল। তোকে আমি অবিশ্বাস করছি না শিশির, কিন্তু ভাবছি কি জানিস্—ভাবছি, জীবন-সঙ্গিনী করে যাকে ঘরে আনতে যাচ্ছি, সে আমাদের মা ছেলের উপযুক্ত হয় তবেই তো?

উপরোক্ত কথাগুলির মাঝে দেখা যায়, সরলা দেবী ঘরের পিছনের দরজা দিয়া পুত্রের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অনিলের কথা শেষ হইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন

সরলা। হবে রে, হবে। নাঃ! তোর জ্বালায় আর পারিনে। অত ভাবছিস্ কেন বল্ তো? আমি যদি ঠিক তোর মা হতে পারি, তা'হলে তাকে আমার মেয়ে হতেই হবে, এ তুই জেনে রাখিস্।

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামলীদের বাড়ীর উঠানের একাংশ। উঠানের সংলগ্ন এককালি বারান্দা ও তাহার সংলগ্ন ঘর দেখা যাইতেছে। বারান্দার এককোণে ছাদের সিঁড়ির কয়েকটিমাত্র ধাপ দেখা যাইতেছে। একপাশে একটি তুলসী-মঞ্চ। বিজলীর বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীটি কর্ম্মব্যস্ত। বারান্দার উপর কয়েকটি বড় বড় পরাত্, খুঞ্চিপোষ ঢাকা, কয়েকটি বড় বড় ধামা তাহাতেও খুঞ্চিপোষ ঢাকা। একটি বৃহৎ ট্রে'তে খান দুই শাড়ী, কয়েকটি সায়া, সেমিজ, ব্লাউজ ইত্যাদি। অপর একটি ট্রে'তে কয়েকটি প্রসাধন সামগ্রী। ইহার নিকটে কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। ইহারাই বিজলীর গায়ে হলুদের তত্ত্ব আনিয়াছে। কয়েকটি মেয়ে শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে ঘরের বাহিরে আসিল সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীও আসিল—সে চারিদিকে চাহিয়া তাহার পর সিঁড়ি দিয়া ছাদে গেল, পরে তত্ত্ববাহকদের

ও পীতাম্বরকে দেখিয়া—আস্তে আস্তে সিঁড়ির মাঝখানে আসিয়া বসিল। শ্যামলীর বাবা পীতাম্বর তখন গভীর মনোনিবেশ সহকারে একখানি পত্র পড়িতেছিলেন। ইহারই মাঝে নারায়ণী প্রবেশ করেন। নারায়ণীকে আসিতে দেখিয়া যাহারা শাঁখ বাজাইতেছিল তাহারা ব্যস্তভাবে ভিতরে চলিয়া গেল। পত্র হইতে মুখ তুলিয়া পীতাম্বর কহিলেন—

পীতাম্বর। এখন এদের খাইয়ে দাইয়ে ছেড়ে দাও। গাড়ীর সময় হয়ে এলো। এ ট্রেণ ধরতে না পারলে, এদের অসুবিধা হবে। চল বাবা চল, সব ভিতরে চল।

দেখা গেল পীতাম্বর, নারায়ণী ও তত্ত্ববাহকদল ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। শ্যামলী সিঁড়ি হইতে নামিয়া তত্ত্বের জামা কাপড় ও প্রসাধন সামগ্রী দেখিতে লাগিল। অতি সন্তর্পণে বিজলীও তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিজলীকে দেখিয়া শ্যামলী তত্ত্বের জিনিষ হইতে এক একটী জিনিষ তুলিয়া লইয়া বিজলীকে দেখাইয়া হাবভাবে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল—'এ'সকল জিনিষ কাহার?' বিজলী জানাইল—'এ সব তাহার।' শ্যামলী দুঃখিতভাবে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই বিজলী তাহাকে ধরিয়া হাসিমুখে বলিল—

বিজলী। (হাসিয়া) দেব, দেব। তোকে কাপড় দেব, সেণ্ট দেব, আল্‌তা দেব, আমি যা পাব, সব জিনিষের তোকে ভাগ দেব।

বিজলীর কথায় শ্যামলীর মুখ খুসীতে ভরিয়া উঠিল। সে আনন্দের আতিশয্যে একখানি কাপড় তুলিয়া লইল। ইতিমধ্যে তাহাদের বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য দীননাথ সেখানে প্রবেশ করিল। তত্ত্বের জিনিষের দিকে নজর দিয়া কহিল—

দীননাথ। ওমা! ছোট্‌দিদিমণির শাউড়ী অনেক জিনিষ দিয়ে তত্ত্ব করেছে যে গো! এ জিনিষের ভাগ না নিয়ে আমিও ছাড়ছি নে।

বিজলী। বেশ তো, তোমাকেও এর ভাগ দেব দীনুদা।

দীনু। শুধু ঐ মিষ্টি একটু ঠক্ করে হাতে দিলে ভুলছি নে দিদি, ঐ বাস তেলের ভাগ চাই, এসেনের ভাগ চাই—

বিজলী। এসেন্স্? কোথায় মাখ্‌বে দীনুদা?

দীনু। কেন? কাল তোমার বিয়ের সময় গামছায় দু' ফোঁটা ছড়িয়ে দিয়ে, মাথায় পাক বেঁধে বরযাত্রীদের সামনে হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়াব।

ইতিমধ্যে শ্যামলী দীননাথের নিকটে গিয়া হাতের কাপড়টি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে এই কাপড়টি বিজলী তাহাকে দিয়াছে।
দীননাথ শ্যামলীর ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিল—

দীনু। ও, ছোড়দিদিমণি এই কাপড়খানা তোমায় দিয়েছে? বাঃ বাঃ! বেশ কাপড়, খাসা কাপড়।

সহসা পীতাম্বর নেপথ্য হইতে ডাকিলেন—'ওরে দীনু—দীনু কোথায় গেলি?'

দীনু। আজ্ঞে যাই বাবু—

দীননাথ ব্যস্ত ভাবে ভিতরে যাইতে যাইবে এমন সময় পীতাম্বর প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

পীতাম্বর। কোথায় ছিলি এতক্ষণ? কুটুম বাড়ীর লোকেরা খেতে বসেছে। একটু দেখে শুনে ব্যবস্থা করে দিগে যা—

দীনু। আজ্ঞে যাই।

দীননাথ ব্যস্তভাবে ভিতরে চলিয়া গেল। বিজলীও চলিয়া যাইতেছিল পীতাম্বর ডাকিয়া বলিলেন—

পীতাম্বর। ওরে বিজু, তোর মাকে একবার ডেকে দে তো।

বিজলী ভিতরে চলিয়া গেল। শ্যামলী হাতের কাপড়খানা পিতাকে দেখাইয়া জানাইল—যে এই কাপড়খানি বিজলী তাহাকে দিয়াছে।
পীতাম্বর কন্যার ইঙ্গিত বুঝিয়া কহিলেন—

পীতাম্বর। ও! বিজু তোমায় এই কাপড়টা দেবে বলেছে?

শ্যামলী পিতাকে হাত মুখ নাড়িয়া জানাইয়া দিল—যে শুধু দিবে বলে নাই। তাহাকে একেবারে দিয়া দিয়াছে

পীতাম্বর। ও! বিজু তোমায় কাপড়টা দিয়ে দিয়েছে। বাঃ বাঃ! বেশ হোয়েছে।

পরে প্রসাধন সামগ্রী একটি একটি করিয়া দেখাইয়া ইঙ্গিতে বুঝাইল যে উহারও ভাগ দিবে বলিয়াছে

পীতাম্বর। বুঝেছি। শুধু কাপড় নয়, এরও ভাগ দেবে?

শ্যামলী আনন্দের আতিশয্যে কাপড়খানি বুকের মাঝে ধরিয়া পলাইল। ইতিমধ্যে নারায়ণী ঘর হইতে প্রবেশ করিলেন। উৎসাহভরে শ্যামলীর কাপড় লইয়া যাওয়া দেখিলেন। গভীর বেদনার ছায়া তার চোখে মুখে প্রকাশ পাইল। তিনি দুঃখিত মনে স্বামীকে বলিলেন—

নারায়ণী। তত্ত্বের একখানা কাপড় নিয়ে ও পালাল বুঝি?

পীতাম্বর। না। বিজু বুঝি ওকে ঐ কাপড়খানা দিয়েছে।

নারায়ণী। বিজুর চেয়ে ও দু বছরের বড়। আজ ওয়ই তত্ত্ব আসবার কথা।

পীতাম্বর। ও কথা ভেবে আর কি করবে বল? ভগবানের মার উপায় কি?

নারায়ণী। কাপড় কে দিলে? কেন দিলে? কোথা থেকে এলো ও কিছুই জানে না। জানি না, কোন পাপে ওর এই শাস্তি।

পীতাম্বর। এ পাপ ওর নয়। আমরা আমাদের নিজেদের পাপেই এই শাস্তি ভোগ কর্‌ছি।

নারায়ণী। তা ঠিক্। কত ভারী ভারী অসুখ হোল। সেরে উঠল। মর্‌ল না। যদি ও তখন মর্‌ত—তা'হলে নিজেও মুক্তি পেত, আমাদেরও মুক্তি দিত। (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

পীতাম্বর। যাক্। আজ আমার বিজুর শ্বশুরবাড়ী থেকে গায়ে হলুদের তত্ত্ব এল। এই শুভমুহূর্ত্তে অকল্যাণ চিন্তা করে আর মন খারাপ করো না। হ্যাঁ দেখো, ভাব্‌ছি কি কাল আর বেছেগুছে নেমন্তন্ন করব না। যে ক'ঘর স্বজাতি আমরা আছি, সকলকেই নেমন্তন্ন করে আসব।

নারায়ণী। নেমন্তন্ন করবে?

পীতাম্বর। হ্যাঁ, তা করতে হবে বৈকি! ছেলের বাড়ী থেকে যখন কিছু নিচ্ছে না—তখন নেমন্তন্ন না করলে নিন্দে হবে যে—

নারায়ণী। নিন্দে হয় হোক্। আমার মনে হয়, নেমন্তন্ন না করাই ভাল—

পীতাম্বর। কেন?

নারায়ণী। ওঁরা যদি তোমার বাড়ীতে কেউ নেমন্তন্ন খেতে না আসেন?

পীতাম্বর। নেমন্তন্ন খাবে না! কেন?

নারায়ণী। তুমি বড় মেয়েকে অদত্তা করে ঘরে রেখে, ছোটর বিয়ে দিচ্ছ তাই—

পীতাম্বর। না না—ও সব নিয়ে আজকের দিনে আর কেউ কোন আপত্তি করবে না। দিন পাল্টে যাচ্ছে—ওর জন্যে তুমি কিছু ভেব না—

চতুর্থ দৃশ্য

অনিলের বাড়ীর একতলার একটি বৃহৎ হলঘর। এই ঘরের মধ্যস্থলে তারিণী ও সলিল দাবা খেলিতেছে। বাড়ীটি অনিলের বিবাহ উপলক্ষে আজ উৎসব মুখরিত। লোকজন দাসদাসীদের এই ঘরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে সরলা জনৈক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন।

সরলা। কাল একটু সকাল সকাল এসো দিদি—আমি একা—

বঃ মহিলা। আসব বৈকি ভাই! এতো আমাদেরই কাজ। আশীর্ব্বাদ করি, ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাত্‌নী নিয়ে মনের সুখে ঘর কর।

সরলা। তাই বল দিদি! অনিল যে আমার আজো মা ছাড়া কিছুই জানে না—

বঃ মহিলা। তাইতো অনিলের বিয়ে শুনে বিষ্ণুর মা'কে বল্লাম—সরলা ছেলের বিয়ে দিচ্ছে—ছেলের মত বৌটি হয় তবে ত! বিয়ের আগে মা বাপের এই ভয়টাই যে বেশী করে হয়।

সরলা। হয় বৈকি! তাই তো এত খুঁজে পেতে সদ্বংশের মেয়ে দেখে নিয়ে আস্‌ছি।

বঃ মহিলা। এ ছাড়া আর আমাদের কি-ই বা করবার আছে? আচ্ছা, তাহ্‌লে এখন আসি ভাই—

সরলা। এসো। কাল মনে থাকে যেন একটু সকাল—সকাল—

বঃ মহিলা। আসবো বৈকি!

বর্ষীয়সী মহিলা চলিয়া গেলেন।

সরলা অন্দরের দিকে যাইতে যাইবেন এমন সময় মঞ্জু প্রবেশ করিল

মঞ্জু। বড় মাসিমা! আমাদের একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে—কি হবে?

সরলা। কি ভুল হোল রে?

মঞ্জু। গায়ে হলুদের তত্ত্বের সঙ্গে—ভ্যানিটী ব্যাগটা দিতে ভুলে গেছি। কি হবে!

তারিণী। (দাবার ছকে মুখ রাখিয়া) কি আবার হবে? কিছুই হবে না! ভ্যানিটী যত না থাকে, ততই ভাল।

মঞ্জু। হুঁ! ভাল বৈকি! আজকাল অধিবাসের তত্ত্বের ও-গুলো একটা অঙ্গ!

তারিণী। ভ্যানিটীটা যদি অঙ্গ হয়, তা'হলে তার অঙ্গচ্ছেদ কর—

মঞ্জু। হুঃ! যত old! কি হবে মাসিমা?

সরলা। কি আবার হবে? ভুলই যখন হয়ে গেছে—বৌমা এলে তুমিই না হয় তাঁর হাতে ওটা দিও—

মঞ্জু। ওটার জন্যে মনটা বড় খুঁত্ খুঁত্ করছে মাসিমা!

সলিল। নাকে কাঁদিস্‌নে মঞ্জু, নাকে কাঁদিস্‌নে—দেখছিস্ দাদুকে এখন মাৎ করতে চলেছি—

একটি বড়ে তুলিয়া অন্য ঘরে দিয়া

সলিল। দাদু, সাম্‌লাও তোমার গজ!

মঞ্জু। বাড়ীতে একটা এতবড় কাজ! আর দু'টিতে বসে বসে গজ সাম্‌লাচ্ছেন—

সরলা। সত্যি! আচ্ছা সলিল তোর কি আক্কেল বল্‌তো?

সলিল। আমার আক্কেল ঠিক আছে মা। আক্কেল গুড়ুম্ হয়েছে

—তোমার মঞ্জুর,—ও ভ্যানিটী পাঠাতে পারেনি—তোমরা দয়া করে এখন একটু যাও দেখি—দেখ্‌ছো এখন very very critical moment!

সরলা। চল্‌ মঞ্জু—আমরা ভেতরে যাই, ওদের বলা না বলা দু-ই সমান—

উভয়ের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া জনৈক লোক প্রবেশ করে, তাহার হাতে আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব। লোকটি হাতের এক টুক্‌রা কাগজ সলিলের সম্মুখে ধরে। সলিল তাহার দিকে চাহিয়া

সলিল। কি! কি! আইবুড়ো ভাত! Keep to the left.—বাঁদিকে—বাঁদিকে—

লোকটি চলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন লোক একটি ফর্দ্দ লইয়া আসে

সলিল। কিসের ফর্দ্দ—স্যাঁক্‌রার দোকান! ওসব বড়বাবুর কাছে—Keep to the—

ছকে মনসংযোগ করিল। লোকটি তাহা দেখিয়া বলিল—

লোকটি। বড়বাবু কোথায় ছোটবাবু?

সলিল। (ছকে মুখ রাখিয়া) বল্লাম ত—

তারিণী। ছাই বলেছ।—Keep to the পর্য্যন্ত বলেছো, ও চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে আছে—(লোকটির প্রতি) যাও, যাও—ভেতরে দেখ—

লোকটি চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে অনিলের কয়েকজন বন্ধু আসিল। যাহাদের পরের দিন বরযাত্রী রূপে আমরা দেখিতে পাইব, তাহাদের মধ্যে অনেককেই এখানে দেখা গেল

সুনীল। কোথায় হে! তোমার দাদা কোথায়?

সলিল। ভেতরে চলে যান—

সনাতন। তোমার দাদাটি খুব ব্যস্ত আছেন, বোধ হয়?

সলিল। Natural!

সুনীল। দাদু, কবে এলেন?

তারিণী। (ছকের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবে) নৌকো—নৌকো—

সুনীল। সেকি দাদু! বলেন কি! নৌকো করে এসেছেন?

তারিণী। (চমক ভাঙ্গিয়া) না না, ও হ্যাঁ! কাল এসেছি——ট্রেণে—ট্রেণে—

সনাতন। চল চল, দাদু এখন দাবায় ডুবে আছেন—

সকলে ভিতরে চলিয়া গেল। সলিল তাহাদের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—

সলিল। জ্বালাতন।

উভয়ে পুনরায় দাবায় মনোসংযোগ করিল। সরলা একটি জড়োয়ার নেকলেস্ লইয়া প্রবেশ করিলেন ও তারিণীকে দেখাইয়া বলিলেন—

সরলা। এই দেখো মামা! বৌমার আশীর্ব্বাদের নেকলেস্—

তারিণী। (হাতে লইয়া) বাঃ! বেশ হয়েছে। খাসা হয়েছে। তোর বউ-এর গলায় যখন নেকলেস্টা জ্বল্‌জ্বল্ করবে, তখন তোর ছেলে কি আর আমাদের দিকে ফিরে চাইবে রে?

সরলা। (হাসিয়া) তাই বল মামা! ও যেন বউ নিয়ে সুখী হয়।

তারিণী। সুখী ত হবেই—এখন বৌ নিয়ে উন্মাদ না হ'লেই বাঁচি!

সরলা। (হাসিয়া) বিয়ের নামে ও যে রকম বেঁকে বসেছিল! শেষে যে রাজী হবে—

তারিণী। বেঁকে ওরকম সবাই একটু আধটু বসে। আবার সোজা হয়ে যায়। কিন্তু বাঁকার চেয়ে সোজাটাই তখন সহ্য করা শক্ত হয় রে! হ্যাঁরে, বৌ নিয়ে ও যদি একটু বাড়াবাড়ি করে সহ্য করতে পারবি তো?

সরলা। যার আসার আশায় দিন গুন্‌ছি—তাকে নিয়ে, অনিল যা করবে, তাকে স্নেহের চোখ ছাড়া অন্য চোখ দিয়ে ত দেখতে পারব না মামা।

তারিণী। আশীর্ব্বাদ করি, তাই যেন হয়—

সরলা চলিয়া যাইতে যাইবে এমন সময় সলিল সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল—

সলিল। দাদু কিস্তিমাৎ—

তারিণী। নে নে, আমি অমন কিস্তি অনেক মাৎ করেছি।

সরলা দেবী ফিরিয়া দাঁড়ান এবং সলিলের প্রতি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—

সরলা। বলি, দাদুকে নিয়ে না তো কিস্তিমাৎ হচ্ছে। এদিকে বেলা ক-টা বেজেছে সে খেয়াল আছে কি?

সলিল। দাবাবড়েয় বসলে, সত্যি কথা বলতে কি মা, কোন দিকেই খেয়াল থাকে না।

সরলা। কিন্তু আমার বুড়োমানুষ মামাটিকে তোমার ভাইএর বিয়েতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছ, সে কি উপোস করে টাঙিয়ে রাখার জন্যে?

তারিণী। ওর দোষ নেই সরলা, ওর দোষ নেই। দাবায় একবার বস্‌লে মাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত মন মেতে থাকে। ক্ষিদে তেষ্টা কিছুই মনে থাকে না।

সরলা। তা নাতির কাছে মাৎ তো হয়েছ মামা! এবার চল, নেয়ে খেয়ে নেবে চল।

তারিণী। চল যাই—

সরলা যাইবার উদ্যোগ করিতেই সলিল তারিণীকে চুপি চুপি বলিল—

সলিল। দাদু, নেয়ে খেয়ে এসেই আবার—

সলিলের কথাটা কাণে যাইতেই সরলা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

সরলা। আজ বাদে কাল বাড়ীতে বিয়ে! আর তুমি দাদুকে নিয়ে দাবায় মেতে থাকবে?

সলিল। তা আমি আবার কি করব? আমার আবার কি কাজ? যাঁর বিয়ে তিনি কাজ করুন গে—

তারিণী। সলিল একথা ঠিক বলেছে সরলা। যার বিয়ে তারই তো কাজ।

সরলা। কাজ ওদের কারুরই নয় মামা, সব কাজই আমার, সব দায়ই আমার। দু'টি ভাই ঠিক একরকম। সংসারের কোনও ঝক্কি, কোন দায়িত্বই যদি ওরা নেবে—

তারিণী। নেবে রে নেবে। গাঁটছড়া বেঁধে দায়িত্ব চাপা, দেখ্‌বি সব দায়িত্ব নেবে।

সলিল। হাঁ, গাঁটছড়া বেঁধে অমনি দায়িত্ব চাপালেই হোল আর কি—

তারিণী। হুঁ, অনিলকুমারও তাই বলেছিলেন বটে। দেখা যাক্‌, অনিলকুমার তো লাইন ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন, এবার সলিলকুমার কতদিন পণরক্ষা করতে পারেন।

সরলা। (হাসিয়া) তুমি আর বকো না মামা, অনেক বেলা হোল— নেয়ে খেয়ে নেবে এসো।

সরলার প্রস্থান

তারিণী। নাও ভায়া! তোমার মা বড় তাড়া দিচ্ছেন। দাবার পাট্টা আপাততঃ তুলে রাখ।

সলিল দাবা গুছাইতে সুরু করিল। ইতিমধ্যে অনিল ভিতর হইতে দাদুকে ডাকিতে ডাকিতে ঘরে প্রবেশ করিল। তারিণীও সোল্লাসে নাতিকে অভ্যর্থনা করিলেন

অনিল। কি দাদু, একহাত হোল নাকি?

তারিণী। হাঁ, তা হোল বৈকি।

অনিল। কে হারল?

তারিণী। যে চিরকাল তোমাদের কাছে হেরে আসছে।

অনিল। হাঁ, হারবার লোকই বটে তুমি দাদু। তোমার কাছেই তো শেষে হার মানতে হোল।

তারিণী। কি রকম?

অনিল। এই তো শেষে সাতপাক্ ঘুরে কালকে নাকখত্ দিতে চলেছি।

তারিণী। নাকখত্ বলোনা ভায়া, বলো দাসখৎ লিখে দিতে চলেছি।

সহসা অনিলের হাতে বাঁধা দুর্ব্বার দিকে নজর পড়িতেই

এটা কি হাতে বেঁধেছ ভায়া?

অনিল। দুর্ব্বো।

তারিণী। তা বেশ। এর পরে এই দুর্ব্বো একেবারে হাড়ে হাড়ে গজাবে ভায়া।

অনিল সলিল হাসিয়া উঠিল

এই তো সবে জীবনের হিসেব-নিকেষ সুরু হোল।

সলিল। দাদু হিসেব-নিকেষ করবে? না খেতে যাবে?

তারিণী। যতক্ষণ দাবায় মেতে ছিলে ভায়া! ততক্ষণ পেটের খবর নেবার সুযোগ পাওনি, তা বুঝতে পেরেছি। তুমি এগোও, আমি যাচ্ছি।

অনিলের প্রতি

দেখ, ভায়া তোমাকে কয়েকটি উপদেশপূর্ণ বাণী না দিয়ে কিছুতেই আমি উঠ্‌তে পারছি না।

সলিল হাসিয়া চলিয়া গেল। অনিল সবিস্ময়ে বলিল—

অনিল। বাণী! কি বাণী দেবে দাদু?

তারিণী। তোমার নতুন জীবনের যাত্রাপথে—যে বাণী স্মরণীয় হয়ে থাকবে—

গান গাহিয়া উঠিলেন

যৌবন চঞ্চল উচ্ছল স্বপ্ন
উন্মন দিন'খন হায়রে—
কিশোরীর মন বনে আঁখির নিমন্ত্রণে
ভোলা পথিকেরে ঐ ডাকে হায় হায়রে।
ডানা মেলে উড়ে যাও—ভুলে যাও মাত্রা
হৃদয়ের পথে আজ হৃদয়ের যাত্রা
আকাশেরে ভুলে হায় পাখী যদি খাঁচা চায়
যা বলে বলুক লোকে কিবা আসে যায়রে।

অনিল। কিন্তু দাদু—

তারিণী। (বাধা দিয়া) শোন—শোন এ বাণী অত্যন্ত ঘরোয়া এবং Confidential!

গান গাহিয়া উঠিলেন

প্রথমে বিবশ তনু লাজে ভয়ে জড়সড়
তারই পরে মন বনে বসন্ত মর্ম্মর ॥

অনিল। তারপর দাদু—তারপর ?

তারিণী। তারপর—অনুরাগ—

পুনরায় গান গাহিয়া উঠিলেন

তারই পরে অনুরাগ ঘুচে গেল লজ্জা
অভিমান আঁখিজল, কভু রণ-সজ্জা
তারি পরে আরে ছিঃ ছিঃ ! দুয়ারে ঠাকুরঝি কি ?
খোকা কেঁদে সারা হ'ল বোঝানো কি দায়রে !

অনিল। বলো কি দাদু !

তারিণী। Yes. Don't get nervas, My boy. এ বাণী আমার practical experience থেকে—আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তোমায় দান করছি।

অনিল। যথা—

তারিণী। যথা—তোমার ঠান্‌দির সঙ্গে প্রথম যেদিন আমার ছাদ্‌নাতলায় চারি চক্ষের মিলন হয়, সেদিন আমার অবস্থা হয়েছিল—তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে, পুরোণ বই-এর দোকানে বইগুলো বিক্রি করে দিয়ে Student lifeএর সমাধি রচনা করি।

অনিল। আমার কিন্তু Advance ফটো দেখা আছে দাদু—সুতরাং তোমার মত অবস্থা আমার হবে না।

এই কথার মাঝে শিশিরকে ঘরে প্রবেশ করিতে
দেখিয়া অনিল সোল্লাসে বলিল—

অনিল। এই কৌমার ব্রতধারী ক্যামেরাম্যান্ বন্ধু যার—কিবা ভয় তার ?

শিশির। বলিহারী বাবা! ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই দাদুর কাছে আমায় বড় বড় বিশেষণে ভূষিত কর্‌ছ।

অনিল। বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে। কেন না, দাদু আমাকে একটি বাণী শোনাতে যাচ্ছিলেন।

শিশির। কি সম্পর্কে ?

অনিল। ছাঁদনাতলার সম্পর্কে। ঠান্‌দিদিকে ছাঁদ্‌নাতলায় প্রথম দর্শনে ওঁর কি অবস্থা হয়েছিল—তৎসম্পর্কে।

তারিণী। কখ্‌খনও নয়। তুমি আমার কথাই শুন্‌লে না, নিজের কথাই গেয়ে চল্‌লে। আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম—তোমার ঠান্‌দিকে যখন আমি বিয়ে করি, তখন আমিও বি-এ পড়ি। এই দুই বিয়ের টানাটানিতে এক বিয়ে শেষ পর্য্যন্ত আর আমার অদৃষ্টে হয়ে ওঠেনি। তোমার মার কাছে শুন্‌ছিলাম, তুমি নাকি 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' হওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেছ। প্রথমটা বিয়েই করতে রাজী হওনি। তাই তোমার কাছে বিশেষ করে এই বাণীটি আমি দিচ্ছি যে রায়চাঁদ তুমি হ'তে পার বা না পার—প্রেমচাঁদ যে তুমি নিশ্চয়ই হয়ে উঠ্‌বে ভায়া এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

পঞ্চম দৃশ্য

শ্যামলীদের বাড়ী। বাড়ীটি উৎসব মুখরিত। মঞ্চ ঘুরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে শানাই-এর সুর, উলু ও শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিল। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। কর্ম্মব্যস্ত গৃহের এক কোণে বিজলীকে কয়েকটি মেয়ে কনেচন্দন পরাইতেছিল ও গান গাহিতেছিল। গ্যাসের আলোয় ঘরটি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে শ্যামলী মেয়েদের কার্য্যকলাপ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতেছিল।

গান

সাজো সখি সাজো সাজো
অনুরাগ চন্দনে
কবরী রচিয়া দিনু কিংশুক রঙ্গনে।
ললাটে সিঁদুর শোভা—
সাজো সখি মনোলোভা।
মধুময় বঁধু আসে জীবনের অঙ্গনে॥
সিঁথায় মতির সিঁথি
বাহু বাঁধা কেয়ূরে
নূপুর বাঁধিয়া দিনু
বাজে যেন ঘুরে ঘুরে।
চূড়া পাশে কুরুবক
চরণে অলক্তক
আলোভরা কালো চোখে
আঁকি নীল অঞ্জনে!
রাঙ্গা চেলি তনু ঘিরি'
কটীতলে মেখলা—
ছন্দর গতিরাগে
তারে সখী দে দোলা!

অপাঙ্গে হানি তীর—
বেঁধো হিয়া মরমীর ;
পুলকের কিঙ্কিনী বাজে যেন কঙ্কনে ॥

গীতান্তে বিজলীর জনৈক বান্ধবী বলিল—

১ম বান্ধবী। দেখিস্ ভাই, শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে, আমাদের যেন ভুলে যাস্‌নে।

২য় বান্ধবী। বড লোকের বাড়ীর বউ হ'তে চলেছিস্, আমাদের কি আর মনে থাকবে ?

৩য় বান্ধবী। শুধু বডলোক নয়, লেখাপডার কথাটাও আবার বলিস্—

সহসা নারায়ণী ঘরে প্রবেশ করিলেন

নারায়ণী। বলি, তোদের কনে সাজানো হ'ল ?

১ম বান্ধবী। হাঁ মাসীমা, হয়ে গেছে।

নারায়ণী। তা'হলে তোরা তাডাতাডি ওকে নিয়ে আয় বাছা, আমি ওদিকটা দেখি—

নারায়ণী ঘর হইতে বাহির হইবেন এমন সময় শ্যামলী আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লইয়া হাত মুখ নাড়িতে লাগিল। তাহার হাত মুখ নাড়ার উদ্দেশ্য হইল—এ উৎসব কেন ? কিসের জন্য ? আর বিজলীই বা এত সাজগোজ করিতেছে কেন ?

নারায়ণী। বিজলীর বিয়ে যে মা, শ্বশুর বাডী যাবে তাই। এস, তুমি আমার সঙ্গে এস। কিছু খাবে ? ক্ষিদে পেয়েছে ?

শ্যামলী ঘাড নাড়িয়া জানাইল—"না"। শ্যামলী নারায়ণীর সহিত গেল না। সে নারায়ণীকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। নারায়ণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শ্যামলী বিজলীর বান্ধবীদের নিকটবর্ত্তী হইয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল—তাহাকেও কনেচন্দন পরাইয়া দিবার জন্য। মেয়েরা হাসিয়া উঠিল

২য় বান্ধবী। কি কনেচন্দন পরবি ?

শ্যামলী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল, মেয়েদের ভিড় ঠেলিয়া চন্দনের বাটীটি নিজের হাতে তুলিয়া লইল ও অপর একজনকে ইঙ্গিত করিল, পরাইয়া দিবার জন্য

১ম বান্ধবী। ওরে দেখ্ দেখ্, পাগলীর আবার কনেচন্দন পরার খেয়াল হোয়েছে !

৩য় বান্ধবী। যা বলেছিস্—

বিজলী। আহা, দেনা ভাই দিদির কপালেও দু'টো ফোঁটা দিয়ে।

দ্বিতীয় বান্ধবী শ্যামলীকে ফোঁটা পরাইতে লাগিল ও অন্য বান্ধবীরা পূর্ব্বোক্ত গানটি গাহিতে লাগিল। শ্যামলীর মুখ খুসীতে ভরিয়া গেল

ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্যামলীদের বাড়ীর অপর একটি অংশ। এখানে গ্রামস্থ কয়েকজন প্রবীণ, মধ্যবয়স্ক ও যুবকদের কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিতে দেখা গেল।

পাঁচকড়ি। না না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না—

জলধর। আরে চুপচাপ থাক না পাঁচকড়ি, বিয়েটা হ'তে দাও না ?

গদাধর। ঠিক। হয়ে যাক্ বিয়েটা—

জলধর। হাঁ। তারপর যা হয়, করা যাবে।

গদাধর। তাই যদি করা যায়, তা'হলে খাওয়াটাও হয়ে যাক্ না—

শ্যামাদাস। তুই থাম্ গদা। পেটুক কোথাকার!—পাঁচকড়ি খুড়ো যা বল্‌ছে—তাই ঠিক। যা কিছু করতে হবে তা বিয়ের আগেই করা উচিত।

পাঁচকড়ি। নিশ্চয়ই। বড়মেয়েকে অদত্তা করে ঘরে রেখে, ছোটর বিয়ে দেওয়া—বলি, পীতাম্বর ভেবেছে কি?

শ্যামাদাস। বিশেষ করে ঐ রাজপুত্রের সঙ্গে—

গদাধর। সে তো একশোবার—অদত্তা করে একটাকে ঘরে রেখে, আর একটার বিয়ে দেওয়া কখনই উচিত হচ্ছে না। কিন্তু ঐ মেয়েটার সঙ্গে—ঐ খাবারগুলো ঐভাবে ফেলে রাখাটাই কি ঠিক হচ্ছে খুড়ো—একটু ভেবে দেখো—

পাঁচকড়ি। দেখেছি, দেখেছি। তোর শুধু খাওয়ার তাল। বলি, জাত আগে না খাওয়া আগে?

গদাধর। ও-দুটোই একসঙ্গে। কেউ আগে-পিছে নেই। খাওয়ার জন্যে জাত, আর জাতের জন্যে খাওয়া।

পাঁচকড়ি। তুই থাম্। জাতের জন্যে খাওয়া হ'তে পারে। কিন্তু তাই বলে ত আর জাত খুইয়ে খাওয়া যায় না?

শ্যামাদাস। ঠিক্ ঠিক্—

গদাধর। আহা! জাত খুইয়ে কি আর আমি খেতে বল্‌ছি? বলি, বিয়ে ত আর এখনো হয়ে যায়নি? এ ফাঁকে খেয়ে নিলে জাতও থাকে আর খাওয়াটাও হয়—

পাঁচকড়ি। অমন খাওয়া আমরা খাইনে। ইচ্ছে হয়, তুই খেগে যা—

গদাধর। পীতাম্বরদার আয়োজনের বহর দেখেই কথাটা বল্‌ছি—দশ বছরের মধ্যে এমন আয়োজন গাঁয়ের আর কাউকে করতে দেখিনি।

পশ্চিম পাড়ার পুকুর থেকে অন্ততঃ দশসেরা রুই ধরিয়েছে—গোটা দশেক।

শ্যামাদাস। এঁ্যা! বলিস্ কি?

গদাধর। হঁ্যা। নইলে বল্‌ছি কি! তা'ছাড়া দই মিষ্টি—

পাঁচকড়ি। দেখ্ গদা—মনে রাখিস্ এটা সামাজিক ব্যাপার—

গদাধর। সেইজন্যেই ত এখনো তোমাদের পেছনে পেছনে ঘুর্‌ছি খুড়ো—

পাঁচকড়ি। শোন জলধরদা, এই বেলা বরকর্ত্তার কানে কথাটা তুলে দেওয়া যাক্—

জলধর। কিন্তু আমি ভাবছি কি জান, ওরা সব লেখাপড়া জানা সহুরে লোক। এ সব ব্যাপারে ঘোঁট্ পাকাতে গেলে, ওরা মানবেও না —শুনবেও না। বিয়ে করে সটান চলে যাবে—মাঝ থেকে মুখ নষ্ট হবে আমাদের।

গদাধর। (সোৎসাহে) ঠিক। তা'হলে আর ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। চল, ওদিকে পাতা হয়েছে দেখে এসেছি—সটান গিয়ে বসে পড়া যাক্—

শ্যামাদাস। কি গো! কি হবে পাঁচকড়ি খুড়ো যাহোক একটা বল?

পাঁচকড়ি। হবে আবার কি? খাব না যখন বলেছি—খাব না।

জলধর। না। এ রকম অবস্থায় খাওয়া ত কোন রকমেই চলে না। বলি, পীতাম্বর মেয়ের বিয়ে দিয়ে গাঁ ছেড়ে ত আর চলে যাচ্ছে না? বাস ত তাকে এ গাঁয়ে করতেই হবে।

পাঁচকড়ি। তা হবে। তখন বড়জোর আমরা তাকে একঘরে করে রাখব। কিন্তু মেয়েটার ত বিয়ে হয়ে গেল। সেটা ত আর আট্‌কাতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে দীনু দুই হাতে দুইটী হুঁকো লইয়া প্রবেশ করিল। গদাধর সাগ্রহে হুঁকো লইবার জন্ত হাত বাড়াইল। পাঁচকড়ি তাহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া ধমক দিয়া বলিল—

পাঁচকড়ি। ফের্ গদা—

গদাধর সভয়ে হাত গুটাইয়া লইল

গদাধর। তোমার জন্যেই ত'—

শ্যামাদাস। দে, ফেরৎ দে—

দীনু হুঁকোটা পাঁচকড়ির দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—

দীনু। নিন্ দাঠাকুর—

পাঁচকড়ি। তামাক? না না, তামাক-টামাকের দরকার নেই। ও-সব বরযাত্রীদের দিগে যা। আমরা তো ঘরের লোক, আজ খাতির যত্ন করতে হয় বরযাত্রীদের—

দীনু। আজ্ঞে তাঁদেরও দিয়েছি। বাবু আপনাদের দিতে বল্লেন তাই—

জলধর। না না, আমাদের দরকার হবে না, তুই ও-সব নিয়ে যা দীনু—

দীনু। যে আজ্ঞে, তা আপনারাও চলুন, কর্ত্তা যে বিয়ের ওখানে যাবার জন্যে আপনাদের খুঁজ্‌ছেন। বাইরের অনেক লোক এসেছেন—

পাঁচকড়ি। আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা—আমরা যাচ্ছি—

দীনু দুঃখিত মনে তামাক লইয়া চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি জলধরকে বলিল—

পাঁচকড়ি। বুঝলে না জলধরদা। বলি, পীতাম্বর কি কম চালাক! হাওয়া বুঝে আমাদের খাতির যত্ন আরম্ভ করে দিয়েছে। বলি

বাপু, তুমি বেড়াও ডালে ডালে আর আমরা বেড়াই পাতায় পাতায়।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহারই মাঝে জনৈক আত্মীয়সহ পীতাম্বরকে ব্যস্তভাবে আসিতে দেখা যায়

পীতাম্বর। লগ্নের এখনও দেরী রয়েছে, এই সময় আহারাদি সেরে নিলে হ'ত না?

পাঁচকড়ি। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, বরযাত্রীদের খাইয়ে দিতে হবে বৈকি?—

জলধর। ঠিক—ঠিক—

পরে গদাধর ও শ্যামদাসকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

যাও হে তোমরা—

গদাধর। (সোৎসাহে) হাঁ হাঁ, চল—চল—

পাঁচকড়ি। (কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া) দেখ্ গদা—

গদাধর। (সভয়ে) বাঃ রে! আমি কি নিজের জন্যে নাকি?—বরযাত্রীদের জন্যেই ত—

শ্যামাদাস। তুই থাম্—তোকে কিছু করতে হবে না। যা করতে হয় আমরাই করব—

গদাধর। কেন? আমি কি পরিবেশন করতে জানিনে নাকি?

শ্যামাদাস। জান্‌লেও এ রকম অবস্থায় তোকে আজ আমরা কিছুতেই পরিবেশন করতে দেবো না—

গদাধর। তার মানে?

শ্যামাদাস। মানে জিভ্ দিয়ে যার জল পড়ে, তার ও-সব কাজে না যাওয়াই ভাল।

গদাধর। কি? মুখ সাম্‌লে কথা কইবি শ্যামা—

জলধর। আহা, গণ্ডগোল কর কেন? যাও না—বরযাত্রীদের ভাল করে খাইয়ে দাও গে—দেখো যেন গাঁয়ের নিন্দে না হয়—

শ্যামাদাস ও গদাধর চলিয়া গেল

পীতাম্বর ভায়া তো যোগাড়ের কসুর করেনি।

পাঁচকড়ি। ঠিকই তো, বিনিপয়সায় অমন জামাই পাচ্ছে, খরচ করবারই তো কথা। চল আমরাও না হয় তদারক করিগে।

পীতাম্বর। আর আপনারা? আপনারা খাবেন না?

জলধর। আমরা, আমরা হ'লাম ঘরের লোক।

পাচকড়ি। ঠিকই তো—আমরা খেলেই বা কি, খাব না খেলেই বা কি? বরযাত্রীদের তো আগে হোক, তারপর সে পরের কথা পরে হবে।

পীতাম্বর। বুঝেছি, আপনারা তা'হলে খাবেন না? নিতান্তই আমাকে একঘরে করবেন?

জলধর। ছিঃ ছিঃ, সেকি কথা। এখন কি ওসব কথা মুখে আনতে আছে ভায়া। ভালয় ভালয় তোমার মেয়েটা পাত্রস্থ হ'য়ে যাক্, শুভকার্য্যে আমরা যে কোনও ঝগড়া দেব এ তুমি মনেও স্থান দিও না।

পাঁচকড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ। মেয়েটির তো বিয়ে হয়ে যাক্। তারপর তুমিও আছ—আমরাও আছি, খাওয়া না খাওয়াও আছে। চল জলধরদা চল, আপাততঃ বরযাত্রী কি হচ্ছে না হচ্ছে, একবার দেখিগে চল—

পাঁচকড়ি ও জলধর চলিয়া গেল। কেবলমাত্র পীতাম্বরের সঙ্গে যে ব্যক্তি আসিয়াছিলেন তিনি থামিয়া গেলেন। পীতাম্বর ক্রোধে ফুলিতেছিলেন। তিনি গর্জ্জিয়া বলিলেন—

পীতাম্বর। বেশ। আমারও প্রতিজ্ঞা—আজ আমি এদের পাত-পেড়ে এ বাড়ীতে খাওয়াবোই।

পিঃ আত্মীয়। আহা কর কি! এখন থেকে গোল তুল্‌লে যে বিয়ে পণ্ড হ'য়ে যাবে। বিয়েটা আগে হ'য়ে যাক্, তারপর ওরা খেল না-খেল তা'তে কি এমন বয়ে যাবে?

পীতাম্বর। কি বল্‌ছ তুমি? রতন ভট্টাচার্য্যির কথা জান না কি? তাকে একঘরে করে রেখে, ওরা তার কি লাঞ্ছনা করেছিল—মরলেও কেউ ফেল্‌তে যেত না। বাড়ীতে কোন ক্রিয়া কর্ম্ম হ'তে দিত না। একঘরে হ'য়ে থাকা কি কম কষ্টের কথা!

পিঃ আত্মীয়। কি করবে ভাই। উপস্থিত কন্যাদায় থেকে তো উদ্ধার হও, তারপর যা হয় হবে।

ক্রোধে, ক্ষোভে ও উত্তেজনায় পীতাম্বর বলিলেন—

পীতাম্বর। আচ্ছা।

একদিক দিয়া পিতাম্বর ও তাঁহার আত্মীয় প্রস্থান করিলেন। অপর দিক দিয়া তারিণী, শিশির ও সলিলের প্রবেশ

তারিণী। না, ভদ্রলোক অবস্থা ছাড়া আয়োজন করেছেন। অতি অমায়িক ভদ্রলোক। না, শিশিরের বাহাদুরী আছে।

শিশির। তা'হলে তো দাদু এবার আমাকে ঘটক-বিদেয় করতে হয়।

তারিণী। করব। মিষ্টিমুখের পর, মিষ্টি মুখখানি আগে দেখি, তারপর যা হয় করা যাবে।

সলিল। (রহস্যচ্ছলে) শিশিরদা'কে কি দেবেন দাদু?

তারিণী। দেব একখানি পাঁজী। ঘটকের যা নিত্য প্রয়োজনীয়।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘন ঘন উলুধ্বনি ও শাঁখের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া তারিণী কহিলেন—

তারিণী। কিহে ভায়া, বলি সম্প্রদান কি আরম্ভ হ'য়ে গেল নাকি ?

শিশির। হুঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।

তারিণী। তাহ'লে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, চল ঐ দিকেই যাওয়া যাক্।

শিশির ও সলিল একসঙ্গে বলিল—

শিশর ও সলিল। হাঁ হাঁ, চলুন, চলুন—

সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

ছাদ্নাতলা—কয়েকজন পুরুষ ও মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। বর ও কন্যাপক্ষের পুরোহিত বসিয়া আছেন। বরবেশী অনিল ও ঘোম্টা দেওয়া কনেকে পিঁড়িতে বসিয়া থাকিতে দেখা গেল। পীতাম্বর বসিয়া সম্প্রদান করিতেছেন—

পুরো। বলুন, প্রতিগৃহ্লামি—

অনিল। প্রতিগৃহ্লমি—

বন্ধুত্রয়ের প্রবেশ

সুনীল। একি! এরই মধ্যে বিয়ে সারা হ'য়ে গেল!

শম্ভু। যেমন দেশ—বিয়ের ছিরিও তেমনি। বলি, ও ঠাকুর-মশাই—অনেক মন্ত্র পড়েছেন, দুটান বিড়ি টেনে নিন্—গলায় শ্লেষ্মা জমেছে—নেমে যাবে।

সুনীল। যা বলেছ—এ যেন বলি উৎসর্গের মন্ত্র পড়া হচ্ছে। না

শুভদৃষ্টি না স্ত্রী আচার—না আমোদ আহ্লাদ—বলি, এটা বিয়ে হচ্ছে না কি ?

ইতিমধ্যে পাঁচকড়ি, গদাধর, জলধর ও শ্যামাদাসের প্রবেশ

পাঁচকড়ি। কি মশাই—বলি অত চট্‌ছেন কেন ? বলি, হ'ল কি ?

সুনীল। হবে আর কি ? যত সব গেঁয়ো কাণ্ড।

শ্যামাদাস। খবরদার মশাই—গেঁয়ো গেঁয়ো বল্‌বেন না—বলে দিচ্ছি।

শম্ভু। গেঁয়োকে গেঁয়ো বল্‌বে না তো কি সহুরে বল্‌বে ?

শ্যামাদাস। খুব খবরদার বলে দিচ্ছি—

পাঁচকড়ি। আহা। থাম না শ্যামাদাস। হাজার হোক ওঁরা হ'লেন আমাদের অতিথি ! আজ ওঁরা দু'কথা বল্‌লে কি আর গায়ে মাখ্‌তে আছে ? তারপর বলুন তো মশাই ব্যাপারটা কি ?

সুনীল। ব্যাপার আর কি। পুরোপুরি স্ত্রী আচারটা বাদ দিয়ে সম্প্রদান সুরু হ'য়ে গেল।

সনাতন। সবই হচ্ছে অন্ধকারে। বৌএর মুখটাই এখনো পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

পাঁচকড়ি। তা বেশ তো, আলোর যদি দরকার হয় তো বলুন—আমরাই না হয় এনে দিচ্ছি।

জলধর। হ্যাঁ—হ্যাঁ আলোর ব্যবস্থা কর—তবে আপনাদের সন্দেহের কোন কারণ নেই। মেয়ে ভাল—

সুনীল। (বরপক্ষের পুরোহিতের প্রতি) কি মশাই! আপনার সম্প্রদান সারা হ'য়ে গেছে তো নয়। এরপর বর কনেকে ছেড়ে—যে সব আচার বাদ গেছে—সে গুলো আমরা সেরে নিই—

গদাধর। বাদ গেছে তো স্ত্রী আচার—কিন্তু আপনারা তো সব পুরুষ!

শ্যামাদাস। ওরে বুঝলিনে গদা! ওঁরা হলেন সহুরে। সহরে ও কাজগুলো বোধহয় ওঁদের দ্বারাই চলে।

ইতিমধ্যে শিশির, সলিল ও তারিণীর প্রবেশ

সুনীল। মুখে লাগাম দিয়ে কথা বল্‌বেন বলে দিচ্ছি।

শিশির। কি-কি—? গণ্ডগোল কিসের? হ'ল কি?

সনাতন। বলি কোন্ পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে অনিলের জন্যে মেয়ে দেখতে তুমি এসেছিলে?

শিশির। কেন—কি হ'ল তাই বলো না?

শম্ভু। তুমি তো বড় গলায় বলেছিলে শিশিরদা, যে মেয়েটী অপূর্ব্ব-সুন্দরী। কিন্তু মুখখানা তো ঘোম্‌টায় ঢাকা রইল—দেখ্‌তেই পেলাম না।

সুনীল। কোথায় ছিলে এতক্ষণ শিশির, স্ত্রী আচার বাদ দিয়ে বিয়ে হয়ে গেল!

শিশির। সেকি!

সুনীল। হ্যাঁ, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে—অনিলকে নিয়ে এস, শিলের ওপর দাঁড় করাও—যে সব আচার বাদ গেছে—আমরাই সেরে নিই।

শিশির। তা বেশতো! এসো অনিল—

সলিল। আসুন দাদু, শুভদৃষ্টি করবেন চলুন—

তারিণী। পাকা চুলে শুভদৃষ্টির মধ্যে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ভায়া?

সহসা শিশির কনের মুখ দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল

শিশির। একি! এ তো সে মেয়ে নয়!

তারিণী। এঁ্যা!

পীতাম্বর। সমাজের ভয়ে—শুধু সমাজের ভয়েই আমায় একাজ করতে হয়েছে।

পিতাম্বরের কথা শেষ হইতেই বরযাত্রীরা চীৎকার করিয়া উঠিল—

সমাজের ভয়ে?—এইজন্যই আলো নেই? এই জন্যেই—মেয়ের মুখ ঘোমটা দিয়ে ঢাকা!

পীতাম্বর হাতজোড় করিয়া তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ছেলের দলকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তারিণী বলিলেন—

তারিণী। আহা! তোমরা থাম। উনি কি বলতে চাইছেন—ওঁকে বলতে দাও—

বরযাত্রীরা শাস্ত হইল

পীতাম্বর। যে বিয়ে তোমরা দিতে এসেছ, এ সে বিয়ে নয়—সে কনেও এ নয়। এটী আমার বোবা কালা বড় মেয়ে।—

সকলে চমকাইয়া উঠিল। পীতাম্বর ব্যস্ত সমস্ত ভাবে করজোড়ে কহিলেন—

তোমরা আর একটু অপেক্ষা কর বাবা, ঘণ্টাখানেক বাদেই আর একটা লগ্ন আছে। সেই লগ্নে তোমাদের মনের মত আমোদ আহ্লাদ করে বিয়ে হবে। আর সেই বিয়ের উপযুক্ত কনেও আমি দেব।

শিশির। তার মানে?

সলিল। এঁ্যা! সেকি!

পীতাম্বর। হাঁ, এই বোবা মেয়ের বিয়ে দিতে না পারায় (পাঁচকড়ি

প্রভৃতিকে দেখাইয়া) এই গাঁয়ের মুরুব্বীরা আমাকে জাতিচ্যুত করবেন বলে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বাড়ীতে এঁরা এখনো পর্য্যন্ত কেউ জলস্পর্শ করেন নি।

শিশির। তাই বলে আপনি বোবা মেয়ে গছাবেন?

পীতাম্বর। কি করব বাবা। অনন্যোপায় হয়ে--সমাজের এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে ঐ অভাগা জীবটাকে একবার গোটাকতক মন্ত্র পড়িয়ে বিজলীর বিয়ের আগে সম্প্রদান করে নিলাম মাত্র।

গদাধর। (সোল্লাসে) তাই নাকি। হুঁ হুঁ বাবা। পশ্চিমপাড়ার পুকরের কই—আর পায় কে—সম্প্রদান সারা। 'যিনি খান চিনি, যোগান তাঁরে চিন্তামণি'।

মহানন্দে কত প্রস্থান

পীতাম্বর। হাঁ, হাঁ, আপনারাও যান আমার আয়োজনকে ব্যর্থ করে দেবেন না।

শিশির। সুন্দরী মেয়ে দেখিয়ে কালা বোবা মেয়ে গছিয়ে দিলেন। মাসীমাকে গিয়ে কি বলব? মুখ দেখাব কি করে?

সুনীল। কি? এতবড় ধোঁকাবাজী, এতবড় জোচ্চুরী?

পীতাম্বর। মিথ্যা বলনি বাবা। সমাজের ভয়ে আজ আমায় জোচ্চোর হ'তে হ'য়েছে। তোমরা আমায় ক্ষমা কর। এই যে বিয়ে হোল, এ কেবল সমাজকে মুখ ভেঙান মাত্র। রাত্রি দু'টোয় যে শুভলগ্ন আছে, সেই লগ্নে আমি যথার্থ কন্যা সম্প্রদান করবো।

শম্ভু। (আস্তিন্ গোটাইয়া) জোচ্চর, বদ্‌মাইস্, বাটপার, জোচ্চুরীর আর জায়গা পাওনি?

সনাতন। পাড়াগেঁয়েদের এতবড় আস্পদ্দা।

শ্যামাদাস। পাড়াগেঁয়ে পাড়াগেঁয়ে কর না—মুখ সামলে

ভদ্রলোকের মত কথা কও—নইলে আমরাও সহুরে লোক বলে রেয়াত করব না।

সুনীল। (আস্তিন্ গোটাইয়া) কি! অন্যায় করে আবার চোখ রাঙান? ধাপ্পাবাজীর আর জায়গা পাওনি—

দেখা গেল সুনীল সক্রোধে শ্যামাদাসকে আসিয়া ধাক্কা মারিল। শ্যামাদাস পীতাম্বরের পায়ের উপর গিয়া পড়িল। পীতাম্বর সামলাইতে পারিলেন না পড়িয়া গেলেন

তারিণী। আহা-হা কর কি!

ওদিকে শ্যামলী তৎক্ষণে পিতার নিকট চলিয়া আসিয়াছে। তাহার আঁচলের সহিত অনিলের উত্তরীয়তে গাঁটছড়া বাঁধা। অনিলও শ্যামলীর সহিত তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে আসিয়াছে। শ্যামলী তৎক্ষণে পিতাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছে। মারমুখী বরযাত্রীদের সে পিতাকে আড়াল করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। পীতাম্বর শ্যামলীকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন--

পীতাম্বর। সরে যা হতভাগী, সরে যা—তুই কেন এখানে মরতে এলি?

অনিল। (বরযাত্রীদের) কি করছ? তোমরা পাগল হ'য়েছ? শিশির, শিশির কি করছিস্? তুইও কি এদের বাধা দিবিনা?

শিশির। কি করে বাধা দেব? যেখানে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা—

অনিল। ওরে! দশচক্রে নাকি ভগবান ভূত হ'য়েছিলেন—তেমনি কারণেই আজ হয়ত ওঁকে বিশ্বাসঘাতক হ'তে হ'য়েছে- -

অনিলের যুক্তিতে শিশির ও বরযাত্রীরা খানিকটা শান্ত হইল। শিশির বরযাত্রীদের বলিল—

শিশির। তোমরা একটু বাইরে অপেক্ষা কর, দাদু যখন এখানে

উপস্থিত, তখন একটা ব্যবস্থা হবেই। সলিল, তুই এদের নিয়ে বাইরে যা ভাই।

সলিল ও বরযাত্রীদের প্রস্থান

অনিল। দাদু!

তারিণী। ভাই—

অনিল। তুমি আজ এই বিবাহ-বাসরের বরকর্ত্তা। তুমি বল, এখন আমার কি কর্ত্তব্য?

তারিণী। কর্ত্তব্য বুঝিয়ে বলা যায় না ভাই। কর্ত্তব্যের আহ্বান আসে অন্তর থেকে।—আমি বিশ্বাস করি, তোমার কর্ত্তব্য তুমি নিজেই ঠিক করে নেবে।

অনিল। (পীতাম্বরের প্রতি করজোড়ে) আমি আপনার কাছে এবং কন্যাপক্ষের সকলের কাছেই, এদের হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি।

পীতাম্বর। না না, যদি কেউ অভদ্রতা করে থাকে, তো সে আমি। আমিই সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনারা স্থির হোন এইবার আমি বাবাজীর যথার্থ বিবাহের আয়োজন করছি—

পীতাম্বর শ্যামলীর অঞ্চলগ্রন্থী হইতে অনিলের উত্তরীয় মুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, অনিল বাধা দিয়া কহিল—

অনিল। ওকি করছেন আপনি?

পীতাম্বর। বাবা বলেছি তো, সত্যিই তোমার এখনো বিয়ে হয়নি এ সমাজের চোখে শুধু ধূলো দেওয়া মাত্র।

পীতাম্বরের কথায় পাঁচকড়ি ও অপরাপরের চোখেমুখে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তাহারা প্রস্থান করে

অনিল। কিন্তু 'প্রতিগৃহ্ণামি' বলে আপনার কন্যাকে যে আমি গ্রহণ করেছি!—

তারিণী। ঠিকই তো! গ্রহণ করেছ বৈকি!

পীতাম্বর। কিন্তু ওকি তোমার উপযুক্ত মেয়ে বাবা? না বাবা, এ বিয়ে, বিয়ে নয়, এ সম্প্রদান, সম্প্রদান নয়. এ মেয়ে আমার ঘরেই থাকবে। তোমায় আমি—

অনিল। কিন্তু তা আর হয় না।

পীতাম্বর। তবে কি তুমি আমার বিজলীকে গ্রহণ করবে না?

অনিল। কিন্তু ভুলে যাবেন না, এটিও আপনার মেয়ে।

পীতাম্বর। কিন্তু ও যে কালা, বোবা, পাগল, বুদ্ধিহীন—

অনিল। না। যে পিতার বিপদে, পিতাকে রক্ষা করতে মাথা পেতে দাড়ায়—সে বুদ্ধিহীন নয়। আপনার ছোটমেয়েকে আপনি অন্য পাত্রে সম্প্রদান করুন।

পীতাম্বর। (অসহায়ভাবে) বিজলীর যে আমার অধিবাস, গায়ে হলুদ হ'য়ে গেছে—জাতকুল বজায় রাখতে যা করলাম—শেষে সেই জাতকুলই যে আমার খেতে বসেছে। এই রাতে আমি কোথায় পাত্র পাব বাবা?—

তারিণী। (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) আছে আছে, পাত্র আছে ভাববেন না। শিশির ভায়া যাও পিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়।

শিশির। সে কি দাদু, আমি?

তারিণী। হাঁ হাঁ, ভীষ্মদেব ভঙ্গ কর পণ—

অনিল। (সোল্লাসে) দাদু, পায়ের ধুলো দাও। এই তো বর-কর্তার উপযুক্ত কাজ।

শিশির। অনিল, তুমি কি ক্ষেপেছ? তোমার সঙ্গে যার বিয়ের কথা! তাকে আমি—

অনিল। তাতে কি হ'য়েছে? যা হওয়ার সম্ভবনা ছিল, তা যখন হয়নি, তখন যা হচ্ছে—তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। যেখানে জাত

বজায় রাখার প্রশ্ন আজ বড় হয়ে উঠেছে—সেখানে আপত্তি করে আর এঁকে বিপন্ন করিস্ না।

তারিণী। হাঁ হাঁ—জাতকুল বজায় রাখ ভাই, আর আপত্তি করো না।

অনিল পীতাম্বরের হাতে শিশিরকে সঁপিয়া দিয়া কহিল—

অনিল। এই শিশির, সম্পর্কে আমার এক'রকম ভাই হয়, বন্ধুত্বে ভাইএর চেয়েও বেশী। এও এম্-এ পাশ। কুলেশীলে যতদূর ভাল হ'তে হয়। আমাকে যদি সৎপাত্র বলে কন্যাদান করতে পারেন, তবে শিশির তার চেয়েও সৎপাত্র। আসুন, এর হাতেই আপনার ছোটমেয়েকে সম্প্রদান করবেন আসুন। আমি বল্‌ছি, আপনার ছোট মেয়ে যেমন শুনেছি—এ তারই উপযুক্ত পাত্র। আসুন দাদু, আমরা সকলে দাঁড়িয়ে থেকে শিশিরের বিয়েটা দিয়ে দিই—

তারিণী। (সোৎসাহে) চল ভাই, ঘটকের প্রাপ্যটা মিটিয়ে দিই—বাজাও—বাজাও—শাখ বাজাও—

মেয়েরা মহা উৎসাহে শাঁখ বাজাইতে লাগিল। দেখা গেল, তারিণী শিশিরকে পিঁড়িতে বসাইতেছেন। অনিল আনন্দের আতিশয্যে তৎক্ষণে একটী মেয়ের নিকট হইতে শাঁখ লইয়া বাজাইতে সুরু করিয়াছে

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যে ঘরে বসিয়া তারিণী ও সলিলকে দাবা খেলিতে দেখা গিয়াছিল—এটি সেই ঘর। বিবাহ উপলক্ষে যে সকল পত্রপুষ্পে ঘরটি শোভিত করা হইয়াছিল, তাহা এখন ঝরিয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে যে বর্ষীয়সী মহিলাটিকে দেখা গিয়াছিল, এখন তাহার সহিত ও আরো কয়েকটি মেয়ের সহিত সরলা দেবীকে কথা কহিতে দেখা গেল।

বর্ষীয়সী মহিলা। তা ক'রে আর কি করবে ভাই—যা হবার তা তো হ'য়ে গেল। এখন ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে বৌ আনার চেষ্টা কর।

সরলা। অনিলকে তো জান ভাই। একেই তো বিয়ে করতে চায়নি, যদিও বা ধ'রে বেঁধে রাজী করালাম—এমন অদৃষ্ট যে তা সার্থক হ'ল না।

২য় মহিলা। এমন তো হয় দিদি। কি করবে বল?

সরলা। ও কি আবার বিয়ে করতে চাইবে?

বর্ষীয়সী মহিলা। যেমন করেই হোক ওকে রাজী করাতেই হবে। তা বলে, এই বৌ নিয়ে তো আর ঘর করা যায় না।

সরলা। আমি ভাবছি যা হ'য়েছিল—হ'য়েছিল। কিন্তু ঐ বৌ নিয়ে ও বাড়ী এলো কি ক'রে?

বর্ষীয়সী মহিলা। ও কি আর ইচ্ছে ক'রে এনেছে? নিশ্চয়ই জোর ক'রে গছিয়ে দিয়েছে—

সরলা। তাই হবে।

অপর একটি অল্পবয়স্কা। হবে কি। এ হয়ে বসে আছে—

জনৈকা প্রৌঢ়া। কিন্তু তোমরা যাই বলো বাছা। ও একপক্ষে শাপে বর হয়েছে। বৌ তো আর মুখ খুলতে পারবে না কোনদিন। আমার যা ভাইপো বৌ হয়েছে—কি বলব—মুখে যেন খৈ ফুটছে—বৌয়ের মুখের কি তোড—তার রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখে ভাজ বো আমার ভয়ে জড়সড়—

বর্ষীয়সী মহিলা। কি যে বল। তা বলে অনিলের উপযুক্ত কি ঐ বো। আজকালকার মেয়েদের মুখ আর কার কম। তাই বলে, সবাইকি আর বোবা বৌ খুঁজে বেড়াচ্ছে?

প্রৌঢ়া। আমিই কি আর তাই বলছি? তবে ভগবান যখন ওকে এ সংসারেই পাঠিয়েছেন--তখন মানুষ করে তোলার জন্য একটু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

২য় মহিলা। যার একটু বুদ্ধি আছে, তাকে চেষ্টা করে দেখা যায় কিন্তু এ যে একেবারে কিছু নয়—

সরলা। যা বলেছ। ক্ষিদে তেষ্টা যে বুঝতে পারে না, তাকে আবার মানুষ করার কি আছে?

বর্ষীয়সী মহিলা। সত্যি। আমি ভাবছি—ওর বাপের আক্কেলটা। বলি, এতকাণ্ডের পর আবার ধরে বেঁধে মেয়েটাকে ঘাড়ে চাপাতে লজ্জা হ'ল না?

সরলা। লজ্জা। জোচ্চর বাটপারের আবার লজ্জা।

২য় মহিলা। পড়তো আমার ভগ্নিপতির পাল্লায়, তা হ'লে বুঝত—আমার বোনঝির একজায়গায় বিয়ের সব ঠিক--পাকা দেখাও হয়ে গেল। শেষে শোনা গেল, বাপের যা আছে শোনা গিয়েছিল তার কিছুই নেই।

বর্ষীয়সী মহিলা। শেষে বিয়ে ভেঙে গেল তো?

২য় মহিলা। ভেঙে গেল! আমার ভগ্নিপতি দুধে মোক্তার, সহজে ছাড়বার পাত্র নয়—দিলে মামলা ঠুকে! শেষে বাছাধন আর কেঁদে কুল পান না!

বর্ষীয়সী মহিলা। তুমিও তাই কর অনিলের মা।

সরলা। ও-সব করে আর কি হবে দিদি। এখন যাদের জিনিষ ভালয় ভালয় তাদের কাছে পাঠিয়ে দিই—

বর্ষীয়সী মহিলা। শুধু পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লেই তো হবে না ভাই—এই টাট্কা-টাট্কি ছেলের আবার বিয়েও তো দিতে হবে।

২য় মহিলা। তা যা বলেছ—আজকালকার ছেলে ত এর পর আবার হয়ত বেঁকে বস্‌বে—

ব্যস্তভাবে মঞ্জুর প্রবেশ

মঞ্জু। মাসিমা দেখবে এসো—বৌটা কি কাণ্ড করছে!

সরলা। আবার কি করল্?

মঞ্জু। ঠাকুর ভাত বেড়ে দিয়ে গেল—তা দেখে বেশ চুপ করে কিছুক্ষণ থেকে কি ভাব্‌ল—তার পর ভাত ফেলে উঠে দে ছুট্—

সরলা। আমি আর পারি না। ঝি-চাকরদের বল্—ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখুক।

মঞ্জুর প্রস্থান

শুন্‌লে তো! শুন্‌লে তো! তোমরা বলো—এই ক্ষ্যাপা পাগলকে কি করে ঘরে ঠাঁই দিই—

হঠাৎ জিনিষপত্র বাসন-কোসন পড়ার শব্দ শোনা গেল। সকলে সচকিত হইল। মঞ্জু আবার ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

মঞ্জু। মাসীমা, কেউ ওকে ঘরে পুরতে পারছে না। হাতের কাছে যা পাচ্ছে, তাই ছুঁড়্‌ছে—ভয়ে কেউ এগোতে পারছে না—

সরলা। সে কি!

প্রৌঢ়া। বোবা তো! বল্‌তে পারে না। বোধহয় মা বাপের জন্যে মন কেমন করছে—না হয়, ওর একটা এমন কিছু অসুবিধা হয়েছে যার জন্যে, ও-রকম করছে—

সরলা। (কাঁদিয়া) আমার অনিলের বৌ! কত সাধের বৌ!—কিন্তু এ আমার কি হ'ল? যে কোনদিন কথা কইবে না—আমায় মা বলে ডাকবে না—ওগো! তোমরা বলো তাকে নিয়ে আমি এখন কি করব? আমি কি করব?

সরলা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে একটি আসনে বসিয়া পড়িলেন। মঞ্জু তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

আনন্দের বাড়ীর একটি ঘর। ঘরটী সুসজ্জিত। ঘরের মধ্যস্থলে একটি সতরঞ্চি পাতা। টেবিলের উপর নানাবিধ খাবার সাজান। দেখা গেল শ্যামলী ঘরের জানালার ধারে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। তার উদাসদৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ। পিছনের দরজা দিয়া পাড়ার কয়েকটি কিশোর-কিশোরী অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নানা ভাবে উত্যক্ত করিতে লাগিল। তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, শ্যামলী তাহাদের হাতে নানারকম খাবার দিয়া ভোলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা খাবার তো লইলই উপরন্তু কেহ তাহার পিঠে কিল্ মারিল, কেহ পাগলী বলিয়া হাত ধরিয়া টানিল, কেহ বা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানারকম মুখভঙ্গি করিতে লাগিল। তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শ্যামলী ইতঃস্তত ভাবে ঘরের চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। শেষে সে অনন্যোপায় হইয়া একটি মেয়ের চুলের মুঠি ধরিয়া সজোরে টানিতে লাগিল। এমন সময় অনিল সেই ঘরে প্রবেশ করিল। অনিলকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ছেলেমেয়ের দল যে যেদিকে পাইল পলাইয়া গেল। শ্যামলী মেয়েটীকে ছাড়িয়া দিল। অনিলকে দেখিয়া সে যেন আরও ব্যথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া সে কাঁদিতে

লাগিল। অনিল ধীরে।ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া পিঠের উপর হাত রাখিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। এমন সময় সরলা দেবীকে দেখিয়া সে ভয়ে,কাঠ হইয়া গেল। অনিল অপরাধীর ন্যায় তাহার হাত সরাইয়া লইল। সরলা চলিয়া গেলেন। অনিল শ্যামলীকে সস্নেহে বলিল—

অনিল। তোমায় ওরা জ্বালাতন করছিল? আমি ওদের বকে দেব। তুমি কিছু মনে কর না।

শ্যামলী যথারীতি দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

অনিল। আমার কথা শোন। এদিকে ফের—

অনিল সযত্নে তাহার মুখখানি ফিরাইবার চেষ্টা করিল। শ্যামলী ছুটিয়া ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখে জল। অনিল ধীরে ধীরে তাহার কাছে গেল এবং একখানি ছবির বই তাহার সামনে মেলিয়া ধরিল। দেখা গেল, ছবির বইখানি হাতে পাইয়া শ্যামলীর মুখের ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। সে গভীর মনোনিবেশ সহকারে ছবি দেখিতে লাগিল। অনিল ধীরে ধীরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া কহিল—

অনিল। আজ ক'দিন এ বাড়ীতে এসেছ। কোন জিনিষই নাকি ভাল করে খাচ্ছ না। খিদে পেয়েছে? কিছু খাবে? এনে দেব?

অনিলের কথায় শ্যামলীর মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাইল। সে উঠিয়া ছবির বই লইয়া ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়া বসিল। তাহা দেখিয়া অনিল উঠিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে তারিণী ঘরে প্রবেশ করিলেন

তারিণী। কি ভায়া, কিছু খাওয়াতে টাওয়াতে পারলে?

অনিল। না দাদু। খিদে পেয়েছে, কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, দূরে সরে গেল। বোধ হয় আমার কথা বুঝতে পারল না। খিদে তেষ্টাও বোধ হয় বুঝতে পারে না। ছবির বইটা হাতে দিতে—দেখুন,

বসে বসে শুধু ছবির পাতা ওল্টাচ্ছে। ছবি দেখতে যে খুব ভালবাসে, এটা বেশ বুঝতে পারছি—

তারিণী। কানে শুনতে পায় না, মুখে বলতে পারে না কিন্তু চোখ দুটো ত আছে? ঐ চোখ দুটো দিয়েই—আমাদের ওর মনের মধ্যে ঢুকতে হবে ভাই।

অনিল। কিন্তু তা' আর সম্ভব নয় দাদু।

তারিণী। তা' জানি। তোমার মা আর ওকে একদিনও এ বাড়ীতে স্থান দিতে রাজী নন।

অনিল। এখন ভাবছি, ওর বাবা মা'র নিষেধ সত্ত্বেও, ওকে এ বাড়ীতে না নিয়ে এলেই ভাল হ'ত। তাঁরা নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি যা সয়েছ, 'তোমার মা কি তা' সইতে পারবেন? তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, একবারে না পারেন, ক্রমে ক্রমে তাঁকে সইতেই হবে।

তারিণী। তুমি ভুল করছ ভায়া, সে সময় এখনো আসে নি। তোমার মা তোমার বিয়ে দিয়ে বড়ই আশা ভঙ্গ হ'য়ে পড়েছেন। তাই, এ আঘাতটা তার পক্ষে সহ্য করা যেমন অসম্ভব হ'যে উঠেছে—অপর-দিকে তেমনি, যার জন্যে তিনি এ আঘাত পেয়েছেন, সেই শ্যামলীকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না!

অনিল। আমি ভাবছি দাদু, অদৃষ্টের একি নিষ্ঠুর পরিহাস, একি নিদারুণ ব্যঙ্গ! যে মা আমাকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে পারেন না, তিনিও আজ ক'দিন হ'ল আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। এই জড়জীবটার জন্যে তিনি আজ আর পুত্রকেও সহ্য করতে পারছেন না। আমি ভেবেছিলাম, পুত্রবধূ দেখে মা আঘাত পাবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এই জড়জীবটার জন্যে একটু স্নেহ-অনুকম্পা, দয়াদাক্ষিণ্যও হয়ত দেখাবেন।

কিন্তু এখন দেখছি, সংসারের স্বার্থ যেখানে, সেখানে আমার মা-ও সাধারণ মায়েরই পর্য্যায়ে।

তারিণী। ভায়া হে! শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—তবে একটা কথা তোমায় বলে রাখি যে, এই অমানুষকে যদি তুমি মানুষ করে তুলতে পার, তবেই তোমার সেদিনকার বিবাহ-বাসরের মহত্ব দেখান সার্থক হবে।

ইহাদের কথার মাঝে দেখা যায়, শ্যামলী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনিলের নিকট ধীরে ধীরে আসিয়া সে ছবির বইখানি মাটীতে ফেলিয়া দিল। তাহার ভাবপ্রকাশের ভাষা নাই, কিন্তু ইঙ্গিত আছে।—কেন সে তাহাদের বন্দীত্ব স্বীকার করিবে? কেন সে শুধু শুধু এই লাঞ্ছনা ভোগ করিবে? তারিণী তাহার মনের ভাব বুঝিলেন, সস্নেহে সান্ত্বনার সুরে কহিলেন

তারিণী। কি দিদি! এখানে থাকতে তোমার কষ্ট হচ্ছে? মা'র কাছে যাবে? মা'র জন্যে মন কেমন করছে?

শ্যামলী তারিণীর কথায় আঁচলে চোখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারিণী সস্নেহে পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—

তারিণী। দেবতার আশীর্ব্বাদে তুই যখন মানুষের সংস্পর্শে এসেছিস্ দিদি, তখন তোকে এই আশীর্ব্বাদই করি—তুই মানুষ হ'—তুই মানুষ হ'।

তৃতীয় দৃশ্য

অনিলের বাড়ীর অপর একটি কক্ষ। দেখা গেল, সরলা দেবী শিশিরের সহিত কথা কহিতেছিলেন।

সরলা। ও-কি কোনদিন মানুষ হবে বাবা? ওকে মানুষ করে তোলার এতটুকু আশাও যদি থাকৃত, তা'হলেও না হয় চেষ্টা করে দেখতাম।

শিশির। তা' জানি মাসিমা, অনিলকে তো কত করে বুঝিয়ে বলেছি, কিন্তু ও-যে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

সরলা। ওকে রাজী করান শক্ত বাবা। আমার এমন অদৃষ্ট যে—

সরলা কাঁদিয়া ফেলিলেন ও আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিলেন

শিশির। আপনাদের কাছে আজ সব চেয়ে লজ্জিত হয়ে আছি আমি। নিতান্ত আপনি বার বার ডেকে পাঠাচ্ছিলেন বলেই চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে আজ আসতে হ'ল। নইলে এ বাড়ীতে আমার আর এ মুখ নিয়ে আসা উচিত নয় মাসিমা—

সরলা। কেন বাবা?

শিশির। আপনার সংসার—আজ যার এসে আলো করবার কথা ছিল—সে এলো না। যে এলো—সে আলোর পরিবর্ত্তে নিয়ে এলো—কাল ছায়া! সারা সংসারকে করে তুললো—বিষময়!

সরলা। তারজন্যে তোমার লজ্জা-সঙ্কোচের কি আছে বাবা? এ ভবিতব্য।

শিশির। ভবিতব্য এ কথা মানি মাসিমা, কিন্তু এমন অঘটন যে ঘটবে, এ আমি কল্পনাও করিনি।

সরলা। কিন্তু তাতে তো কিছু খারাপ হয়নি বাবা। আমার এক ছেলের যার বৌ হয়ে আসার কথা ছিল, সে না হয় আর এক ছেলের বৌ হয়ে এসেছে। কিন্তু অনিল এই জ্য়াচুরি, ধাপ্পাবাজীকে কি করে প্রশ্রয় দিচ্ছে, আমি তাই ভাবি।

সরলা দেবীর উপরোক্ত কথার মাঝে অনিল কখন্ আসিয়া দাঁড়ায় শিশির ও সরলা তাহা লক্ষ্য করেন নি। সরলার কথা শেষ হইতেই অনিল বলিল—

অনিল। কিন্তু ভগবানের কাজের ওপর মানুষে কি ভেবে কিছু করতে পারে মা?

সরলা। একে তুই ভগবানের কাজ বলিস্ অনিল? একটা ভাল মেয়ে দেখিয়ে, যে হাবা কালা মেয়েকে অনায়াসে গছিয়ে দিতে পারে—তাকে তুই ভগবানেব কাজ বলিস্? এতো মানুষের অধম, চামারের কাজ।

অনিল। হাবা কালা তারা গছিয়ে দেয় নি মা, আমি স্বেচ্ছায় তাকে নিয়ে এসেছি।

শিশির। যা হবার তা' তো হয়ে গেছে। এখন আর কেন? ওকে সেখানে পাঠিয়ে দাও।

অনিল। মা।

সরলা। আর আমাকে তুই কষ্ট দিস্‌নে বাবা, শিশির যা বল্‌ছে—তাই শোন।

অনিল। শিশির তো বল্‌ছে না মা, ও তুমিই বল্‌ছ।

সরলা। হ্যাঁ, আমিই বল্‌ছি। আমার কথা কি আজ তোর কাছে তুচ্ছ হ'ল রে?

অনিল। না মা। তুচ্ছ হ'লে কি এতো ভাবি? ভগবানের বিধান আমি সেই রাত্রে মাথা পেতে নিয়েছি, কিন্তু তোমার কষ্ট হবে, হচ্ছে, এই ভাবনাতেই তো আমার এতো—

সরলা। আমার কষ্টের কথা তুই ভাবছিস্? ওরে তা' যদি ভাবতিস্ তা'হলে তুই আর ওকে এ বাড়ীতে আনতিস্ না।

অনিল। না আন্‌লে আমার পক্ষে অন্যায় হতো মা। ধর্ম্ম, ঈশ্বর, সমাজ সকলকে সাক্ষী করে যেমনভাবে বিয়ে কর্ত্তে হয়, যা যা শপথ উচ্চারণ করতে হয়, যা যা দায়িত্ব নিতে হয়, যে যে কথা বলতে হয়, সে সবই বলেছি, সবই যে করেছি মা!

সরলা। বেশ তো, তা' যা হ'য়েছে, হ'য়েছে। কিন্তু তুই ওকে ঘাড়ে করে নিয়ে এলি কেন?

অনিল। ভগবান ওকে আমার ঘাড়ে দিলেন কেন মা? ওর মতই একটা কালা বোবা কি কানা খোঁড়ার সঙ্গে ওর বিয়ে হ'ল না কেন? তোমার ছেলের মত একটু লেখাপড়া জানা, একটু পয়সাওয়ালা একটা লোকের হাতেই বা ভগবান ওকে এমন করে সঁপে দিলেন কেন?

সরলা। (বিরক্তভাবে) ভগবান, ভগবান বলিস্ না অনিল। এ সেই বদ্‌মাইস, বাটপার, জোচ্চরের কারসাজি। কি করবি তুই ওকে নিয়ে?

অনিল। কেন মা, করতে পার্‌লে তো অনেক কিছুই করা যায়। ওকে মূক-বধির বিদ্যালয়ে রেখে, লেখাপড়া শিখিয়ে—

সরলা। ও! তুই বুঝি এই সব মতলব করেছিস্? কিন্তু এ তুই জেনে রাখিস্—আমি তোকে একটা কালা বোবা জানোয়ারের সঙ্গে, জানোয়ার হ'য়ে ফির্‌তে দেব না। আমি তোকে এতো করে লেখাপড়া শিখিয়েছি কি এই জন্যে?

অনিল। কিন্তু এতে তোমার ছেলেকে লেখাপড়া শেখানর কোনও অগৌরব হতো না মা!

সরলা। (রাগিয়া) রাখ্, তোর গৌরবের কথা! এ চোখ দুটো থাকতে, তো'কে আমি ওর পাশে একদিনও দেখতে পারব না। শিশির, যদি এখনো তুই আমাকে মাসিমা বলে মনে করিস্, তা'হলে আজই তুই ওকে বাপের বাড়ী রেখে আস্‌বি। ও বৌকে আমি এ বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না, পারব না, পারব না—

প্রস্থানোদ্যত

অনিল। মা—মা শোন, মা—মা—

সরলা বেগে বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

সরলা। না, কোন কথা শুন্‌তে চাই না—হয় তুই আজ ওকে বিদায় করবি—নয় ত জেনে রাখিস্, তুই মাতৃ-হন্তার পাতক হবি—

সরলা চলিয়া গেলেন

অনিল। (ব্যাকুলভাবে) মা মা।—

চতুর্থ দৃশ্য

শ্যামলীদের বাড়ীর অন্দর। শ্যামলীর মা নারায়ণী সাংসারিক
কার্য্যে ব্যস্ত। পীতাম্বর ঘর হইতে বাহির
হইয়া উঠানে নামিলেন। তাঁহাকে
দেখিয়া নারায়ণী কহিলেন—

নারায়ণী। হ্যাগা, বিজু-শিশিরকে অষ্টমঙ্গলায় আসার জন্যে, বিজুর শ্বশুর বাড়ীতে চিঠি দিলে ?

পীতাম্বর। হাঁ। কিন্তু আমি ভাবছি কি, শ্যামলীকেও পাঠানর জন্যে তো শ্যামলীর শাশুড়ীকে আমাদের একটা চিঠি দেওয়া উচিত ?

নারায়ণী। আমাদের ওপরে তাঁরা যে সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি, এ আমরা জানি। এ অবস্থায় আবার অষ্টমঙ্গলায় তাঁকে আসতে লেখা—কি উচিত হবে ?

পীতাম্বর। লেখাটাই উচিত। কেননা অনিল আগে, শিশির পরে। কিন্তু লেখার আমাদের মুখ নেই বলেই আমরা উচিত অনুচিতের কথা ভাবছি।

নারায়ণী। শ্যামলীকে নিয়ে যা কিছু ভয় ভাবনা সেই রাত্রেই তো শেষ হয়ে গিয়েছিল। যদি অনিল শ্যামলীকে নিয়ে না যেতেন, তা' হলে আজ আমাদের এতো ভাবনা চিন্তার কোনও কারণ ছিল না।

পীতাম্বর। মানুষ নয় গো ! সে মানুষ নয়। দেবতা, দেবতা। নিজের স্বার্থের জন্যে তার মত একটা মহৎ জীবনকে আমিই হয়ত নষ্ট করে দিলাম।

নারায়ণী। আমি যখন তাঁকে বললাম—শ্যামলীকে তুমি নিয়ে

যেওনা বাবা, তার উত্তরে আমায় বল্লেন,—আমার জীবনের সব ব্যাপারই আমি মা'য়ের পায়ে পৌঁছে দিতে বাধ্য। শেষে বল্লেন, সবই ভগবানের কাজ মা। মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র।

ইতিমধ্যে শ্যামলী ব্যস্তভাবে আসিয়া মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পীতাম্বর ও নারায়ণী সবিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন—

নারায়ণী। একি! শ্যামলী! আমার শ্যামলী!!

পীতাম্বর। তুই কি করে এলি? কা'র সঙ্গে এলি?

ব্যস্তভাবে দীনুর প্রবেশ।

দীনু। বাবু, বাবু, জামাইবাবু এসেছেন।

পীতাম্বর। কে? শিশির?

দীনু। না গো না, বড়জামাইবাবু—

পীতাম্বর। সেকি! অনিল!

দিনু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সংবাদটি দিয়া ব্যস্তভাবে দীনুর প্রস্থান

নারায়ণী। কি গো! অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও—জামাইকে নিয়ে এস।

পীতাম্বর। যাবো? তার সাম্‌নে মুখ তুলে দাঁড়াবার অধিকারও যে আজ আমাদের নেই।

নারায়ণী। ভগবানের ওপর যিনি নির্ভরশীল, মানুষকে উপলক্ষ্য ছাড়া যিনি কিছুই মনে করতে পারেন না, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করেছেন। ওগো দাঁড়িয়ে থেকোনা? যাও যাও—জামাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

পীতাম্বর। (ইতঃস্তত করিয়া) হাঁ, হাঁ, এই যে যাই—

পীতাম্বর প্রস্থানোদ্যত এমন সময় অনিল প্রবেশ করে।
সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলী ঘরের ভিতরে চলিয়া যায়

পীতাম্বর। এস বাবা, এস, এস—

অনিল প্রথমে পিতাম্বর ও পরে নারায়ণীকে প্রণাম করিল

নারায়ণী। (সস্নেহে) এস বাবা।

পীতাম্বর। চল বাবা, ভেতরে চল।

অনিল। না। আমি এইখানেই বসছি।

পিতাম্বরকে লক্ষ্য করিয়া

—আপনি বসুন।

বারান্দার একদিকে অনিল ও অদূরে পীতাম্বর বসেন

নারায়ণী। তুমি যে আবার আমাদের বাড়ীতে পা দেবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বাবা।

অনিল। সে কি কথা মা!

পীতাম্বর। সেদিন সেই ঘটনার পর থেকে আমরা যে, কি মন নিয়ে দিন কাটাচ্ছি--তা' তোমায় বলে বোঝাতে পারব না বাবা। নিজের স্বার্থের জন্যে তোমার ওপর আমি যে অবিচার করেছি, তা'র জন্যে তুমি আমায় মার্জ্জনা করো।

অনিল। এ কথা আবার কেন? সেদিনই তো এর শেষ হ'য়েছে। বার বার ওকথা বললে বুঝব, যে সত্যিই এখনও আপনারা আমাকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারেন নি।

পীতাম্বর। না বাবা! ও কথা আর বলব না, আমার অন্যায় হ'য়েছে। তোমার মত পরমাত্মীয় সেদিনও কেউ ছিল না, আজও কেউ নেই।

নারায়ণী। শ্যামলী এ-ক'দিন তোমাদের খুবই জ্বালাতন করেছে বোধহয়?

অনিল। না, সে এমন কিছু নয়। তবে নাওয়ান খাওয়ান যাচ্ছিল না, তাই—

পীতাম্বর। ওর কি আর ক্ষিদে তেষ্টার কোনও বোধশক্তি আছে বাবা?

নারায়ণী। সেইজন্যেই তো তোমাকে আমি নিয়ে যেতে নিষেধ করেছিলাম।

অনিল। আপনার নিষেধ শুন্‌লেই বোধহয় ভাল করতাম মা।

নারায়ণী। বুঝেছি, তুমি যে অপমান স'য়ে গেছ, তোমার মা তা' সইতে পারেন নি। শুধু তোমার মা কেন? কোনও মা'র পক্ষেই এ আঘাত সহ্য করা সহজ নয়।

অনিল। মা'কে বুঝিয়ে যদি রাজী করাতে পারতাম, তা'হলে আমার ইচ্ছে ছিল, ওকে মূক-বধির বিদ্যালয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তুলব। কিন্তু তা' আর আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

নারায়ণী। কি করে সম্ভব হবে বাবা? অভিশপ্ত হয়ে যে সংসারের মাঝে এসেছে, অভিশাপের বোঝা যে তাকে বইতেই হবে। তোমাকে সেদিনও বলেছি, আজও বল্‌ছি, তুমি আবার বিয়ে কর। বিয়ে করে মা'কে সুখী কর, নিজে সুখী হও।

অনিল। কিন্তু তা' আর সম্ভব নয় মা। সেদিন যে কারণে বিজলীকে বিয়ে করিনি, শুধু সেইকারণেই আর বিয়ে করা সম্ভব হবে না মা!

নারায়ণী। কি আর বলবো বাবা। তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলেকে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে তুমি যে আমাদের বোঝা নিযে গিয়ে আবার সেই বোঝা কষ্ট করে ফিরিয়ে দিয়ে গেলে—

অনিল। এ বোঝা আর এখন আপনাদের নয় মা—এ আমার। আমারই অন্যায় হ'ল যে, আমার বোঝা আপনাদের ওপর চাপিয়ে গেলাম। কিন্তু কি করব, আমি নিরুপায় কোনও উপায়ই করতে পারলাম না।

নারায়ণী। তুমি যা করলে বাবা, তা' আশাতীত।

পীতাম্বর। (নারায়ণীর প্রতি) ওগো। দীনু কোথায় গেল? অনিল বাবাজীকে হাতমখ ধোয়ার জল দিতে বল—

নারায়ণী প্রস্থানোদ্যত। অনিল বাধা দিয়া বলিল—

অনিল। কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? (ঘড়ি দেখে) আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে—

নারায়ণী। সেকি। আজকের দিনটাও থাকবে না বাবা?

অনিল। না। আমায় মাপ করবেন। আমাকে এখুনি যেতে হবে।

নারায়ণী। তোমাকে জোর করে থাকতে বলি, সে মুখ আমাদের নেই। তবে যদি ছু'মুঠো খেয়ে যাও—

অনিল। মাপ করবেন এখুনি না গেলে, পরের ট্রেণ ধরতে পারব না।

নারায়ণী। কিন্তু একটু মিষ্টিমুখ করে না গেলে, আমরা কিছুতেই যে স্বস্তি পাব না বাবা—

অনিল। বেশ মা, আসুন।

নারায়ণীর প্রস্থান

ধীরে ধীরে শ্যামলী প্রবেশ করিল। তাহার মাথায় ঘোমটা নাই। ব্যস্তভাবে বাপের নিকট আসিয়া বাপের গায় মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিল। অনিল সবিস্ময়ে তাহা দেখিয়া কহিল—

অনিল। ক'দিন আপনাদের দেখেনি কিনা, তাই আপনাদের দেখ্‌তে পেয়ে বোধহয় খুব আনন্দ হয়েছে।

পীতাম্বর। হাঁ বাবা, তুমি ঠিকই ধরেছ।

অনিল। এ ক'দিন আপনাদের দেখতে না পেয়ে, ওর মন যে বিদ্রোহ হয়ে উঠেছিল—তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। আর নানাভাবে ও তা' আমাদের কাছে বোঝাবারও চেষ্টা করেছে।

পীতাম্বর। সময় সময় বেশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই ও থাকে, আবার সময় সময় ও যেন কি রকম হ'য়ে যায়

অনিল। এ ক'দিন সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। অভাবকে যে অনুভব করতে জানে, আনন্দে যে উল্লাস করতে জানে, দুঃখে যে কাঁদতে জানে, আমার বিশ্বাস, তাকে মানুষ করে তোলা বোধহয় খুব শক্ত নয়।

ইতিমধ্যে শ্যামলী—ইঙ্গিতে অনিলকে দেখাইয়া পিতাম্বরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল—এই লোকটা খুব ভাল। কেননা—অনিল তাহাকে আনিয়া দিয়াছে—

পীতাম্বর। শ্যামলী কি বল্‌ছে—বুঝেছ অনিল?

অনিল। আজ্ঞে না। কি বল্‌ছে—বলুন তো?

পীতাম্বর। তুমি কে? কেনইবা ওকে নিয়ে গিয়েছিলে, আর কেনইবা ওকে রেখে দিয়ে গেলে, তা' হয়ত ও বুঝতে পারেনি। তবে এটা ও বুঝেছে—যে তুমি যখন ওকে এই ক'দিন বাদে আবার আমাদের কাছেই ফিরিয়ে দিয়ে গেলে, তখন তুমি ওর হিতৈষী!

ইহারই মাঝে একথালা জলখাবার ও জলের গ্লাস লইয়া নারায়ণী প্রবেশ করিলেন। অনিলের সম্মুখে থালা ও গ্লাস রাখিলেন। তাহা দেখিয়া অনিল কহিল—

অনিল। এতো খাওয়া আমার এখন সম্ভব নয় মা। আমি এই একটা মিষ্টি মুখে দিচ্ছি।

অনিল একটি মিষ্টি তুলিয়া মুখে দিয়া যেমন জলের গ্লাস লইতে যাইবে, সহসা শ্যামলী আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। আরও কিছু খাইবার জন্য বার বার অনুরোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনিল সবিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে শ্যামলী নারায়ণীর কাছে আসিয়া আভাসে ইঙ্গিতে বুঝাইতে চায়—তুমি অনুরোধ কর ওঁকে খাইবার জন্য। নারায়ণী মেয়ের মনের ভাব বুঝিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলেন—

নারায়ণী। তুই বল্ মা, তুই বল্—

অনিল হাত পাতে। শ্যামলী থালা হইতে মিষ্টি তাহার হাতে তুলিয়া দেয়। অনিল মিষ্টি মুখে দিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলী আনন্দের আতিশয্যে হাততালি দিয়া ওঠে ও চলিয়া যায়। অনিল জলের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়

অনিল। এবার তা'হলে আসি মা—

নারায়ণী। এস বাবা। আর কি কখনো তোমায় আমরা দেখ্‌তে পাব?

অনিল। ভগবান জানেন মা।

নারায়ণী। যার জন্যে তুমি এতকিছু সহ্য করলে, তার জন্যে আরও একটু কিছু তোমায় করতে হবে বাবা!

অনিল। কিন্তু আমার যে আর কিছু করবার সাধ্য নেই মা। আমার মা—

নারায়ণী। মা'র অমতে তোমায় কিছু করতে হবে না। সামান্য একটু দয়া মাত্র—যা তুমি নিজেই করতে পার।

অনিল। বেশ বলুন। সাধ্য হ'লে—

নারায়ণী। হতভাগীর ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বনের জন্য, ওকে এমন একটা কিছু দিও, যাতে ও চিরকাল ওর এই সৌভাগ্যকে মনে কর্‌তে পারে।

অনিল। কিন্তু তার আর কি দরকার বলুন? এ ব্যাপারের পর সে তো আরও কষ্টের কারণ হবে মা!

নারায়ণী। তা' হোক্। তোমার কি কোনও ছবি আছে বাবা?

অনিল। ছবি?

নারায়ণী। হাঁ। ও যদি কখনও ঐ ছবি দেখেও তোমার কথা মনে রাখতে পারে—

অনিল। বেশ। দেব পাঠিয়ে। আসি মা—

অনিল পীতাম্বর ও নারায়ণীকে প্রণাম করিল। ইতিমধ্যে শ্যামলী প্রবেশ করে ও অপলক দৃষ্টিতে অনিলের দিকে চাহিয়া থাকে। নারায়ণী কন্যাকে অনিলকে প্রণাম করিবার জন্য ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। শ্যামলী গমনোদ্যত অনিলকে বাধা দেয় ও হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করে। নারায়ণী আঁচলে চোখ মুছিলেন। পীতাম্বরেরও চোখে জল। অনিল কোনও রূপে চোখের জল সম্বরণ করিয়া একপ্রকার ছুটিয়া পলাইল—

পঞ্চম দৃশ্য

অনিলের বাড়ীর একটি কক্ষ। সরলা দেবী ও তারিণী কথা কহিতেছিলেন।

সরলা। যা হবার তা' তো হ'য়ে গেল, তুমি মেয়ে দেখ মামা, আমি অনিলের আবার বিয়ে দেব।

তারিণী। কিন্তু আর কি ওর বিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে?

সরলা। কেন?

তারিণী। আমি যতদূর জানি, তা'তে বিয়ে ও আর করবে বলে মনে হয় না। তা' যদি ও করত, তা'হলে সেই রাত্রেই ও বিজলীকে বিয়ে করতে পারত।

সরলা। কিন্তু তাই বলে, ঐ একটা বোবা কালা মেয়ের জন্যে জীবনটাকে ও নষ্ট করে ফেলবে? আমি যে বড় আশা করেছিলাম, ওর বিয়ে দিয়ে ওকে ঘর সংসারী করে, ওর ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে আমার সংসারকে আবার নতুন করে গড়ে তুলব। না মামা, সে কিছুতেই হবে না। যেমন করে হোক্ ওর বিয়ে দিতেই হবে।

তারিণী। যদিও তা' কোনও দিন সম্ভব হয় সরলা, তা'হলে এতো শীঘ্র তা' সম্ভব হবে না।

সরলা। কেন?

তারিণী। কারণ ও যা চায়, তুমি তা' চাও না, আর তুমি যা চাও— ও তা' চায় না।

সরলা। কিন্তু এতবড় একটা আঘাত, আমি যে কিছুতেই তা' সইতে পারছি না। না মামা, তুমি আর কিছুদিন থেকে এর একটা ব্যবস্থা না করে দিলে আমি তোমায় ছাড়ছি না।

সহসা শিশির প্রবেশ করিল

এই যে শিশির, ওকে বুঝিয়ে বল্‌লি বাবা ?

শিশির। বল্‌লাম মাসিমা, কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না। ভুলে থাকবার জন্যে, ও সারাদিন পড়ার ঘরে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। P. R. S. পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

তারিণী। আহা! পড়াশুনো নিয়েই যদি ও ভুলে থাকতে চায়, তোরা আর তা'তে বাধা দিস্ নে। জীবনে ও একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে রে! প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে!

সরলা। কিন্তু তাই বলে ও যে মনমরা হ'য়ে সারাদিন বই মুখে করে বসে থাকবে, মা হ'য়ে তাই বা আমি কেমন করে দেখব ?

শিশির। কিন্তু উপায়ও তো কিছু দেখ্‌ছি না মাসীমা। তার যুক্তি-তর্কের কাছে নিজেকে বার বার পরাজিত হ'য়ে ফিরে আসতে হয়।

সরলা। বেশ। ও থাক ওর যুক্তিতর্ক নিয়ে। আমি কাশীবাস করি। শূন্য ঘরে ছেলে দু'টোকে বুকে নিয়ে এতকাল যে আশায় বুক বেঁধেছিলাম, সে আশায় ইচ্ছে করে যদি ওরা আঘাত হানে, তা'হলে তা' এখানে দাঁড়িয়ে সহ্য করার চেয়ে, আমার দূরে সরে যাওয়াই ভাল।

ইতিমধ্যে অনিল ঘরে প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিয়া তারিণী বলিলেন—

তারিণী। এই যে, এস ভায়া! আজ যখন তুমি সহসা এসেই পড়েছ—তখন এই সভায় আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্।

অনিল। কিন্তু কিসের কি, বুঝ্‌তে পারছি না তো দাদু ?

তারিণী। বুঝ্‌তে তুমি সবই পারছ কিন্তু বুঝেও বুঝ্‌ছ না। একদিকে যে তোমার মা কাশীবাস করা স্থির করছেন—

অনিল। মা কাশীবাস করতে চাইছেন ? কেন ?

তারিণী। মনের দুঃখে। তুমি আর সংসারী হ'তে চাইছ না—এই দুঃখে।

অনিল। কিন্তু দাদু, এ সাধ তো সলিলকে দিয়েও মেটান যেতে পারে?

সরলা। তুই আগে, সলিল পরে। তোর যদি আমি মোটেই বিয়ে না দিতাম, তুই যদি আজও আইবুড়ো থাকতিস্, তা'হলে যত কষ্টই হোক্, তুই দাঁড়িয়ে থেকে সলিলের বিয়ে দিতিস্—আমি সহ্য করতাম। কিন্তু এ যে আমার বড় আশায় ছাই পড়েছে—এ রকম অবস্থায় তোর বিয়ে না দিয়ে, আমি সলিলের বিয়ে দিই কি করে?

অনিল। কিন্তু যে একটা স্ত্রীর ওপর যথাকর্ত্তব্য পালন করতে পার্‌লো না, তার কি আবার বিয়ে করা উচিত? তুমিই বল মা?

সরলা। আমি আর কিছুই বল্‌তে চাই না। তোর যা খুশী তাই কর্। আমার যেদিকে দু'চোখ যায়—আমি চলে যাই।

সরলা দেবী রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এমন সময় সলিল সেখানে প্রবেশ করিল। মাকে কাঁদ কাঁদভাবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া অনিলকে জিজ্ঞাসা করিল

সলিল। মা অমন করে চলে গেলেন কেন? কি হ'ল আবার?

অনিল। কি আবার হবে? আমার মাথা আর মুণ্ডু! বলি, তুই কি কোনও কর্ম্মের নস্? আগে ভাবতাম, তুই আমার চেয়ে কাজের লোক হবি। এখন দেখ্‌ছি ফুটবলে কিক্ করা ছাড়া—তোর আর কোনও কিছুরই যোগ্যতা নেই? মা আজ কাশী চলে যাচ্ছেন। টের পাবি এর পর।

সলিল। কাশী চলে যাচ্ছেন? কেন?

তারিণী। কেন আর কি? তোমরা বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াবে, মা'র কোনও কথা রাখবে না—

সলিল। কিন্তু দাদু, মা আমাকে এমন কিছু হুকুম তো করেন নি—যা আমি করিনি।

তারিণী। নিশ্চয়ই করেছেন। (কৃত্রিম রোষে) কেন তুমি বিয়ে করতে রাজি হওনি?

সলিল। বিয়ে! ও-বাবা! ওর মধ্যে আমি নেই। তার চেয়ে Play groundই ভাল। সেখানে যা ইচ্ছে তাই স্বচ্ছন্দে করা যায়।

অনিল। তা'হলে সংসার দেখ্‌বি নে? বিষয়কর্ম্ম চালাবি নে? সংসারী হ'বি নে? সারাদিন শুধু খেলে খেলেই বেড়াবি? সাম্‌নে এগ্‌জামিন যা পড়গে যা—

সলিল অন্দরের দিকে চলিয়া গেল

তারিণী। উদোর পিণ্ডি, খুব তো বুদোর ঘাড়ে চাপালে ভায়া! কিন্তু এ রকম করে তো সাংসারিক অশান্তিটা পুষে রাখা ভাল হবে না। যা হোক্ মতিস্থির করে, মা'র মুখ চেয়ে একটা বিহিত কর।

অনিল। আমি চিন্তা করে দেখেছি দাদু—এ আর সম্ভব নয়।

তারিণী। তোমার পক্ষে যে এ সম্ভব হবে না, তা' আমি জানি। কিন্তু আমার ভাগ্নীর মুখ চেয়ে এ কথা তোমায় বল্‌তে হচ্ছে ভাই।

শিশির। আমি বলি কি—তোমার পক্ষে যেমন বিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না, মাসিমার পক্ষেও তেমনি এতবড় আশায় ভেঙে পড়ে, এ বাড়ীতে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। তারচেয়ে তোমরা এক কাজ কর, মাসিমাকে সঙ্গে নিয়ে দিনকতক বরং বাইরে ঘুরে এস। তা'তে তাঁর এবং তোমার দু'জনেরই মনের খানিকটা পরিবর্ত্তন হবে।

তারিণী। শিশির মন্দ বলেনি ভায়া। শিশির বরং সরলাকে ডেকে

আসুক, তুমি তাকে বুঝিয়ে বলে দিনকতক বাইরে ঘুরে আসার ব্যবস্থা কর।

অনিল। বেশ। তবে তাই হোক্।

শিশির। আমি এক্ষুণি মাসিমাকে ডেকে আন্‌ছি।

শিশির অন্দরের দিকে চলিয়া গেল

অনিল। দাদু—

তারিণী। কি ভাই ?

অনিল। শ্যামলী কালা বোবা না হয়ে, যদি খুব কুৎসিতা হ'ত, আর তার বাপ, মেয়ে পার করার জন্যে এই রকম কাজ কর্‌তেন, তাতে কি সে আমার স্ত্রী বলে গণ্য হ'ত না ?

তারিণী। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই হ'ত। অগ্নি সাক্ষী করে যাকে গ্রহণ করা হয়, তাকে অস্বীকার করার উপায় কি ?

অনিল। কিন্তু মা'কে এই কথাটা আজ ক'দিন ধরে আমি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারছি না।

তারিণী। পারবেও না। স্নেহের ফল্গুধারা যেখানে নিত্য বয়ে চলেছে, সেখানে কোন যুক্তিই আজ আর খাটবে না।

অনিল। তা'হলে আমি কি কর্‌ব দাদু ?

তারিণী। মতিস্থির রেখে কর্ত্তব্যে অবিচলিত থাক।

ইতিমধ্যে শিশির সরলাকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল

শিশির। ও ঘরে গিয়ে দেখি, সত্যিই মাসিমা কাশী-যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করে দিয়েছেন। অনেক করে, হাতে পায়ে ধরে, ওঁকে এ ঘরে নিয়ে এসেছি। এখন তুই কি বল্‌বি বল্ ?

অনিল। আমি তো আজ আর কিছু বলব না। মা যা বল্‌বেন—আজ শুধু আমি তাই শুনব।

সরলা। (ব্যাকুলভাবে) ওরে শুন্‌বি? শুন্‌বি তুই আমার কথা?

অনিল। হাঁ মা। তুমি যাতে সুখী হও—তা'ই আমায় বল, আমায় দিয়ে তা' করিয়ে নাও।

সরলা। তোকে সুখী করা ছাড়া—আমার কি আর আলাদা কিছু সুখ আছে রে?

অনিল। আমাকে সুখী। তুমি আমায় কি রকম দেখ্‌লে সুখী হবে মা?

সরলা। সকল ছেলের মা, নিজের ছেলেকে দেখ্‌লে যেমন সুখ অনুভব করে।

অনিল। বেশ। তবে আপাততঃ যখন তীর্থবাসেরই মনস্থ করেছ, তখন চল, আমরা মায়েবেটায় এই অসুখী মন নিয়ে, দিনকতক তীর্থে তীর্থেই ঘুরে আসি। তারপর তুমি আমায় ঠিক করে দেবে—কি হ'লে আমি সুখী হব।

তারিণী। (সানন্দে) হাঁ, হাঁ, সেই ভাল। তোরা মা বেটায় তীর্থে যা—আমিও যাই তোর ঠান্‌দির কাছে, তার শিশির দিনকতক ঘুরে আসুক—তার শ্বশুরবাড়ী।

তারিণীর কথায় সকলের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অ'মনু বোলার গিরিপথ। রেবাদের কুটীরের আঙিনা। যবনিকা উত্তোলিত হইলে দেখা গেল, জনৈক সন্ন্যাসী গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীর গান

নমামি ভগবন্ বারম্বার—
য়হ মন মেরা
মন্দির হৈ তেরা
পড়া আঁধেরা ঘোর।
বাস করে কামদিক পাঁচো—
জিস্ মে চঞ্চল চোর।
লাজ হৈ মুঝ্ কো জগদাধার॥

গান গাহিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া যাওযার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, রেবা জলপূর্ণ কলসী লইয়া প্রবেশ করে। অপর দিকে কুটীর মধ্য হইতে বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। রেবা, এলি মা?

রেবা। হাঁ বাবা।

বিশ্বেশ্বর। তোর মাকে দেখ্‌ছি না যে?

রেবা। মা আস্‌ছেন।

বিশ্বেশ্বর। সেকি! শরীরটা ভাল নেই। একা এতখানি পথ আস্‌বে—

রেবা। আমি এখুনই যাচ্ছি বাবা।

রেবা কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিশ্বেশ্বর কুটীরের দাওয়ায় বসিলেন

রেবার মা ও সরলার প্রবেশ

রেবার মা বিশ্বেশ্বরের নিকট আগাইয়া গিয়া

রেবার মা। এঁরা বাংলা দেশ থেকে আসছেন।

বিশ্বেশ্বর। হাঁ। তাতো দেখেই বুঝতে পারছি।

রেবার মা। ছেলেকে নিয়ে তীর্থে বেরিয়েছেন। ঝর্ণায় জল আনতে গিয়ে পথের মাঝে এঁদের সঙ্গে পরিচয়।

বিশ্বেশ্বর। বেশ, বেশ।

ইতিমধ্যে রেবা কুটীর হইতে বাহির হইয়া মাকে কহিল—

রেবা। একি! তোমার কলসী কোথায় গেল মা?

রেবার মা। একটা মাটীর কলসী আর কতদিন চলে? আজ ভেঙে গেল!

রেবা। ভেঙে তো যাবেই। একে শরীর ভাল নেই। বল্লাম, জল আনতে যেও না—শুনলে না তো? পড়ে গিয়েছিলে নিশ্চয়ই—

রেবার মা। (হাসিয়া) না রে না। (সরলাকে দেখাইয়া) এঁর ছেলে আমার কষ্ট হচ্ছে দেখে, জোর করে কলসীটা আমার কাছ থেকে নিয়ে চলে গেল—

রেবা। তাই নাকি? কোথায় তিনি?

রেবার মা। (চারিদিকে চাহিয়া) তাই তো! দেখ—দেখ বোধহয় পথ ভুল করেছে—যে রকম হন্ হন্ করে এগিয়ে চলে গেল!

রেবার ব্যস্তভাবে প্রস্থান

রেবার মা। এমন ছেলেও দেখিনি। আমার কষ্ট হচ্ছে মনে করে, কিছুতেই আমায় কলসীটা আনতে দিলে না!

বিশ্বেশ্বর। তাই নাকি! আচ্ছা, তোমরা দু'জনে গল্প কর। আমি বাইরে যাই। দীর্ঘকাল পরে যখন আজ দেশের লোকের সন্ধান পেয়েছ—তখন গল্পগুজব করে আজ অন্ততঃ খানিকটা সময় কাটাতে পারবে।

বিশ্বেশ্বর বাহির হইয়া গেলেন

ইতিমধ্যে রেবার মা ঘর হইতে একখানি কম্বল আনিয়া বিছাইযা দিযা কহিলেন—

রেবার মা। বসুন।

উভয়ে উপবেশন করিলেন

সরলা। আপনার স্বামীর এই সন্ন্যাস-জীবন, আপনাদের এই আশ্রম-বাস দেখে, বড়ই কৌতূহল হচ্ছে। যদি কিছু মনে না করেন, তা'হলে—

রেবার মা। ও! কেন আমরা এমনভাবে নির্জনবাস করছি, এই তো?

সরলা। হাঁ।

রেবার মা। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, যে ভাগ্যবিড়ম্বিত অবস্থায় জাতিচ্যুত হ'য়ে আমাদের এখানে এইভাবে বাস করতে হচ্ছে।

সরলা। সে কি!

রেবার মা। হাঁ। আমার দুই মেয়ে, এক ছেলে। আমার স্বামী চিরকাল পশ্চিমেই চাকরী করতেন। দেশের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। আমার বড় মেয়েটি বিবাহ-যোগ্যা হ'লে, দেশে যাই—তার বিয়ে দিতে। বিশেষ জানাশোনা না থাকায়, ঘটকের সাহায্যে মেয়ের বিয়ে দি। পরে জান্‌তে পারি যে-ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, তারা একঘরে, জাতিচ্যুত। তারপর যেখানে (রেবাকে দেখাইয়া)

আমার এই ছোটমেয়ের সম্বন্ধ করি—ভেঙে যায়। কিছুতেই আর মেয়েটার বিয়ে দিতে পারি নে। ওদিকে বড় মেয়েটী একদিন একথা জানতে পেরে আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পায়।

সরলা। আহা! আত্মহত্যা করলে!

রেবার মা। আমার একমাত্র ছেলে বৃত্তি নিয়ে বিলেতে গিয়েছিল পড়তে। একদিন খবর এল—সেখানে সে মেম বিয়ে করে সংসার পেতে বসেছে। সমস্ত আশা-আকাঙ্খা এক নিমেষে ভেঙে গেল!

সরলা। আহা।

রেবার মা। স্বামী বল্লেন—আরও কি তোমাদের সংসারে মিশে থাকার সাধ আছে? থাকে তো তোমরা থাক, আমি চল্লাম। মেয়ের হাত ধরে আমিও স্বামীর অনুগামিনী হ'লাম। এর পরে গুরু মহারাজের নির্দ্দেশে তাঁর আশ্রমের পাশেই আমরা এই কুটীর নির্ম্মাণ করে বাস কর্ছি।

সরলা। আপনার কথা শুনে বড়ই কষ্ট হ'ল!

রেবার মা। কষ্ট? না না, কোনও কষ্ট নেই। বরং সাধারণ মানুষের মত সংসারে থাকলেই বেশী কষ্ট হ'ত। এখানে কোন আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, সুতরাং কষ্টও নেই।

সরলা। সে কথা ঠিক। আশা-আকাঙ্ক্ষা যার যত, কষ্টও তার তত বেশী।

ইতিমধ্যে জলের কলসী হাতে লইয়া অনিল রেবার সহিত প্রবেশ করিল

রেবা। (অনিলের প্রতি) খুব হয়েছে। এবার আমাকে দিন—

অনিল রেবাকে কলসী দিল

রেবা। মা! কলসীটা ঘাড়ে নিয়ে, পথ ভুলে উনি অনেকদূর চলে গিয়েছিলেন।

রেবার মা। খুব কষ্ট হ'য়েছে তো বাবা?

অনিল। না না। কষ্ট আবার কি?

রেবার মা। তুমি যে আমাদের অপেক্ষা না করেই চলে গেলে বাবা, পথ ভুল তো হবেই।

সরলা। ও চিরকালই ওম্‌নি তড়্‌বড়ে, কোনও কথা কানে নেয় না। ওকে নিয়ে আমার দেশ বিদেশে ঘুর্‌তেও ভয় হয়।

অনিল। হু। তা' হবে বৈকি। সারা দক্ষিণের সমস্ত তীর্থ ঘুরে—এখন হরিদ্বারে এসে ওঁর ভয় হ'ল। বেশ তো—অত যদি ভয়, তা'হলে কেদার-বদরী না গিয়ে, সোজা চল, না হয় বাড়ী ফিরে যাই।

সরলা। ওঃ এতদূর এসে, কেদার-বদরী না দেখে, সোজা বাড়ী ফিরে যাচ্ছি আর কি।

রেবা। আপনারা কি কেদার-বদরী যাবেন?

সরলা। হাঁ মা। কালই আমরা যাত্রা করব।

রেবার মা। যদি অসুবিধা না হয়, ফেরবার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

সরলা। নিশ্চয়ই যাব। যে কাহিনী আজ শুনে গেলাম, তা'তে দেখা না করে কিছুতেই সোয়াস্তি পাব না। স্বামী-স্ত্রীতে আপনারা যে পথ অবলম্বন করেছেন, তার চেয়ে ভাল পথ আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু আমি ভাব্‌ছি—শুধু এই মেয়েটীর কথা।

রেবা সলজ্জে মাথা হেঁট করিল

রেবার মা। ভেবে আর কি করব। সংসারে এমন অঘটন যে ঘটবে, তাই কি কোনদিন ভেবেছিলাম? মেয়ে বলে যখন মনে করি, তখন ভাবি, ও আমার বিধবা মেয়ে।

সরলা। ষাট্ ষাট্, ওকি কথা।

রেবার মা। বড় দুঃখেই আজ একথা বল্‌তে হচ্ছে বোন। যাক্‌ অনেকদিন পরে আজ আপনাকে পেয়ে মনটা অনেকটা হাল্‌কা হ'ল।

সরলা। আপনার মনটা হাল্কা হ'ল দিদি, কিন্তু আমার মনটা ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল। যে তীর্থেই আমি যাই না কেন, এ তীর্থের কথা আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামলীদের বাড়ীর একটি ঘর। ঘরের মধ্যস্থলে একটী তক্তপোষ পাতা। তাহার একদিকে বসিয়া শ্যামলী একটি ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল। অপর প্রান্তে বসিয়া বিজলী একটী চিঠি পড়িতেছিল। এমন সময় নারায়ণী কতকগুলি কাচা কাপড় লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পীতাম্বর একখানি ছবি লইয়া প্রবেশ করিলেন।

পীতাম্বর। এই নাও—অনিল ডাকে তাঁর ফটো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নারায়ণী ফটোটা হাতে লইলেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ফটোটা দেখিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন—

নারায়ণী। এটা দেখেও হতভাগী যদি তাকে মনে করতে পারে—তবেই তো!

পীতাম্বর। মিথ্যা চেষ্টা তুমি করতে যাচ্ছ।

নারায়ণী। কি জানি?—কেন মনে হ'ল—ওর মন থেকে অনিলকে মুছে যেতে দেব না। তাই, চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে অনিলের কাছে ফটো চাইলাম।

পীতাম্বর। জানি না ভাল করলে, কি মন্দ করলে। কিন্তু মন বলছে—দুঃখের ওপর—দুঃখের বোঝা চাপালে। হাঁ, ভাল কথা। শিশির বাবাজী চিঠি দিয়েছেন। লিখেছেন—তিনি আসছে শনিবার আসবেন। আর জানিয়েছেন, অনিলের মা এতবড় আঘাত কিছুতেই সহ্য করতে না পেরে, ছেলের হাত ধরে তীর্থে বেরিয়েছেন। শিশিরের চিঠি পেয়ে আজ মনে হচ্ছে, তাদের সোনার সংসারে অশান্তির কারণ আমি।

নারায়ণী। অনিলও যদি বিয়ে করতে চাইতেন—তবু ও তার মা খানিকটা শান্তি পেতেন।

পীতাম্বর। জানিনা, এই অশান্তি দেওয়ার জন্যেই কত অশান্তি না আমায় ভোগ করতে হবে

পীতাম্বর বাহির হইয়া গেলেন। নারায়ণী অনিলের ফটোটী আবার তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্যামলী সেখানে আসিল। নারায়ণী মেয়ের হাতে ফটোটী সাগ্রহে তুলিয়া দিলেন। শ্যামলী কিছুক্ষণ ফটোটী দেখিয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া মা'কে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, এ তো সেই লোকটি, যে তাহাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে। নারায়ণী কন্যার কথায় সায় দিয়া বলিলেন—

নারায়ণী। হাঁ, যিনি তোমায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন, এ তাঁরই ছবি। (শ্যামলী একমনে ছবিটী দেখিতে লাগিল) ওরে বিজলী, আমি একটু ওদিকে যাচ্ছি—দেখিস্, ছবিখানা যেন নষ্ট করে না ফেলে—

নারায়ণী প্রস্থান করিলেন। শ্যামলী ছবিখানা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বিজলীর পানে চাহিয়া রহিল। পরে হাত মুখ নাড়িয়া বিজলীর নিকট জানিবার চেষ্টা করিল—লোকটি কে ?

বিজলী। তোর বর।

শ্যামলী মুখভঙ্গী করিয়া জানাইল—ধ্যেৎ। হাত দিয়া বিজলীকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—তোর। বিজলী টেবিল হইতে শিশিরের ফটোটা লইয়া বলিল—

বিজলী। আমার বর তো এই।

তখন দুইখানি ফটো লইয়া শ্যামলী বার বার দেখিতে লাগিল। পরে হাসিয়া শিশিরের ছবিটা বিজলীর হাতে ফেরৎ দিল। বিজলী শিশিরের ছবিটা লইয়া অনিলের ছবিটাও তাহার কাছে চাহিল

বিজলী। দে—ওটাও দে।

শ্যামলী মাথা নাড়াইয়া জানাইল—ছবিটা সে দিবে না। তখন বিজলী হাসিয়া বলিল—

বিজলী। শুধু ছবিটা নিলেই তো হবে না, ওঁকে দেখ্‌লে এই রকম করে মাথায় ঘোম্‌টা দিতে হয়।

বিজলী শ্যামলীর মাথায় ঘোম্‌টাটা তুলিয়া দিল। পরে আঁচলটা গলায় ঘুরাইয়া দিয়া প্রণামের ভঙ্গী করিয়া কহিল—

বিজলী। আর দেখ্‌—এমনি করে প্রণাম করতে হয়।

দেখা গেল শ্যামলী গলবস্ত্র হইয়া অনিলের ফটোতে প্রণাম করিল। পরে বিজলী শ্যামলীর মাথায় সিঁদুর পরাইয়া দিল। আনন্দে শ্যামলীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেও বিজলীকে সিঁদুর পরাইয়া দিল

তৃতীয় দৃশ্য

লছমন্‌ ঝোলার গিরিপথ। বিশ্বেশ্বরের আশ্রম। আজ রেবাদের আশ্রমগৃহ শূন্য। সরলা ও অনিল ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। পরে সরলা রেবার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন—

সরলা। রেবা—রেবা—

বিশ্বেশ্বর কুটীরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন

রেবা কোথায় গেল ?

বিশ্বেশ্বর। রেবা গুরুমহারাজের আশ্রমে গেছে—এখুনি ফিরবে। আপনারা কেদার-বদ্রী থেকে কবে ফিরলেন ?

সরলা। এই আজই—

বিশ্বেশ্বর। পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো ?

সরলা। না। রেবার মা কোথায় ? তাঁকে দেখ্‌ছি না যে !

বিশ্বেশ্বর। তিনি তো নেই !

সরলা। সেকি !

বিশ্বেশ্বর। হ্যাঁ, আজ ক'দিন আগে তিনি মারা গেছেন।

অনিল। কি হ'য়েছিল ?

বিশ্বেশ্বর। এমন কিছুই না। দিন দুই জ্বর।

সরলা। বড় আশা করে ছুটে এলাম। সতীসাধ্বীর দেখা পেলাম না। রেবা বোধহয় খুবই কাতর হ'য়েছে ?

বিশ্বেশ্বর। খুব চাপা মেয়ে। অন্তরটা পুড়ে গেলেও—বাইরে কিছু প্রকাশ করে না। পাছে আমি আঘাত পাই, এইজন্যেই বোধহয় নিজের আঘাত সে নীরবে সহ্য করে আছে।

সরলা। সহ্য করা ছাড়া আর তার উপায়ই বা কি বলুন ?

বিশ্বেশ্বর। প্রকৃত অবলম্বন, একমাত্র সঙ্গী, কথা কইবার লোক, যা কিছু বলুন—সে ছিলেন তার ঐ মা।

সরলা। কিন্তু এখন তার কি উপায় করবেন ঠিক করেছেন ?

বিশ্বেশ্বর। ঠিক আর কি করব ? আশ্রমে থাকবে—পারে ত, দিনদুঃখীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করবে।

সরলা। কিন্তু এটা কি ঠিক হবে ?

বিশ্বেশ্বর। হয়ত ঠিক হবে না। কিন্তু এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারি বলুন ?

সরলা। আমি যদি ওর সব ভার নিই—তা'হলে বিশ্বাস করে, তাকে কি আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারেন ?

বিশ্বেশ্বর। নিঃসঙ্কোচে। অবশ্য ও যদি যেতে চায়।—

সরলা। আমি ওকে বলে কয়ে রাজী করবার চেষ্টা করব।

বিশ্বেশ্বর। বেশ। আপনারা ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করুন। দেখি, ও আসছে কিনা ?

বিশ্বেশ্বর চলিয়া গেলেন

অনিল। মা !

সরলা। কি রে ?

অনিল। রেবাকে নিয়ে যেতে চাইছ—কিন্তু নিয়ে যাবার আগে বেশ করে চিন্তা করে দেখো—ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করা কি ঠিক হবে ? মেয়েটী যদি তোমার মনের মত না হয়, এই অপরিচিত জায়গা থেকে, এতবড় কুমারী মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে রাখার দায়িত্ব—

সরলা। কুমারী মেয়ে ঘরে রাখব কেন ? দেখে শুনে বিয়ে দেব

অনিল। যত সহজে কথাটা বল্লে মা! অত সহজে কিন্তু বিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না।

সরলা। বিয়ে দিতে না পারি—আইবুড়ো মেয়ের মতই আমার কাছে থাকবে। যখন ওদের সব খবর জানার সুযোগ হ'য়েছে—তখন ওকে কিছুতেই এভাবে, এখানে ফেলে রাখা আমাদের উচিত হবে না। বাপ ত ঐ রকম! এতদিন মা ছিল বলেই, কোনরকমে কেটেছে। এখন ঐ সন্ন্যাসীদলের মধ্যে ঐ মেয়ে,এইভাবে বাস করবে—এ কি ঠিক? আমরা স্বজাত, স্বশ্রেণীর লোক হয়ে মেয়েটাকে এইভাবে ভেসে যেতে দিলে আমাদেরই কি অধর্ম্ম হবে না?

ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বরের সহিত রেবা প্রবেশ করিল। রেবা সরলাকে দেখিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল

রেবা। এসেছেন?—আবার আপনারা দয়া করে ফিরে এসেছেন? কিন্তু মাসিমা, মা যে আজ নেই!

সরলা রেবার নিকট গিয়া

সরলা। রেবা মা আমার! তোমার মা নেই, কিন্তু আমি তো আছি মা। তোমার মায়ের অভাব আমাকে তুমি পূর্ণ করতে দাও।—তোমার বাবা সন্ন্যাসী। তোমার মা যখন তাঁকে সংসার-মুক্ত করে গেছেন---তখন তুমিও তাকে মুক্তি দাও মা!

রেবা। বলুন, তাঁর মুক্তির পথ কি?

সরলা। আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছ থেকে নিয়ে যেতে চাই—তুমি যাবে রেবা? আজ থেকে আমিই তোমার মা হ'ব।

রেবা। (বিশ্বেশ্বরের দিকে চাহিয়া) বাবা!

বিশ্বেশ্বর। হাঁ মা! যিনি তোমার মায়ের অভাব পূর্ণ করতে চাইছেন, তুমি তাঁর সঙ্গেই যাও। সংসার যখন তোমাকে চাচ্ছে, তখন তোমাকে এ-ভাবে এখানে রাখা উচিত মনে করছি না। এই উদাসীনদের মধ্যে থাকার চেয়ে—তোমার সংসারে থাকাই ভাল মা! তোমার সংসারে থাকাই ভাল।

চতুর্থ দৃশ্য

শ্যামলীদের বাড়ীর কক্ষ। অর্থাৎ, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি দেখা গেল। কেবলমাত্র বেশী আসবাবপত্রের মধ্যে অনিলের পূর্ব্বোক্ত ছবিটি এবং নারায়ণীর একটী ছবি বাঁধাইয়া টাঙাইয়া রাখা হইয়াছে। পীতাম্বর ও শিশির কথা কহিতেছিলেন।

শিশির। শেষে হ'য়েছিল কি?

পীতাম্বর। এমন কিছুই নয়। যেদিন চলে গেল, সেদিনও কষ্ট করে সংসারের কাজকর্ম্ম করেছে। বিজলী সন্তানসম্ভবা শুনে, শেষের ক'দিন তার সে কি উৎসাহ! সে কি আনন্দ! বিজলীকে নানারকম করে খাওয়ান। খুঁটি হ'য়ে বসে নানারকম রান্নার জন্যে—বিজলী আর আমি, আমরা কত রাগ করেছি। হেসে বলেছে—'ওগো তোমরা আমায় কাজকর্ম্ম করতে দাও, বাধা দিও না। কাজকর্ম্ম না করলে যে পাগল হ'য়ে যাব।'

শিশির। আমি সেবার এসেই বুঝেছিলাম যে শরীরটা তাঁর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনার কি কোনও অসুখ করেছে?' বল্লেন—'না বাবা ও এমন কিছু নয়।'

পীতাম্বর। রোগকে সে কোনদিনই রোগ বলে স্বীকার করতে চাইত না। আমাদের যত ভাবনা চিন্তা, সে তো ওই শ্যামলীকে নিয়ে।

নইলে তিনি মেয়ে দু'টোকে রেখে চলে গেছেন, এতে আর দুঃখ করার কি ছিল বাবা? অনিল কি শ্যামলীর মায়ের মৃত্যুর কথা শুনেছেন বাবা?

শিশির। না। আমি তাকে বলিনি। কারণ এখন তার যা অবস্থা, তাতে কোনও দুঃসংবাদই তাকে জানান উচিত নয়।

পীতাম্বর। সে কি! কি হ'য়েছে অনিলের?

শিশির। মা'কে নিয়ে বহুদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরে, ফেরার পথে গয়াতে বাপের কাজ করার জন্যে ও আসে। গয়াতে তখন খুব বসন্ত হচ্ছিল। ও ঐ কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে খুব সাংঘাতিক অবস্থায় কোনও রকমে বাড়ীতে ফিরে এসেছে।

পীতাম্বর। এখন কেমন আছেন?

শিশির। একটু সাম্‌লেছে।

পীতাম্বর। পথ্যি করেছেন তো?

শিশির। হাঁ। তবে খুব দুর্ব্বল।

পীতাম্বর। অনিল বাবাজী শ্যামলীর জন্যে, নানান তীর্থের সব ছবি তুলে তুলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শেষের ক'দিন তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ ঐ সব ছবি ওর হাতে তুলে দিয়ে, ওকে বার বার ওর সৌভাগ্যের কথা জানাবার চেষ্টা করেছেন। মধ্যে অনিলের বেশ কিছুদিন খবর না পেয়ে বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। মৃত্যুর দিন সকালেও অনিলের কোন চিঠি পেয়েছি কিনা উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শিশির। আপনি বিশ্বাস করুন, অনিলও 'ডিলিরিয়ামের' মুখে বার বার শ্যামলীর কথা জিজ্ঞাসা করেছে।

পীতাম্বর। তুমি আজ বাদে কাল বিজলীকে নিয়ে চলে যাবে, তারপর ওকে নিয়ে যে আমি কি করব, আমি কেবল তাই ভাব্‌ছি।

সহসা পীতাম্বর উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—

বিজু,—ও বিজু, কোথায় গেলি মা? একবার এদিকে আয়।

বিজলী ঈষৎ ঘোম্‌টা টানিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল

দেখ্ দেখি, শিশির কতক্ষণ এসেছেন, এখনও পর্য্যন্ত একটু চা-টা দিলিনে। বলি, আর কি তোদের মা আছেন রে?

শিশির। আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?

পীতাম্বর। ব্যস্ত যে আজ আমাকে হ'তেই হবে বাবা। বিজু একা, ছেলেমানুষ, সে কি আর সবদিকে নজর দিতে পারে?

বিজলী। আমি চা করতে গিয়েছিলাম বাবা, কিন্তু দিদি—জান বাবা, দিদি জোর করে হাত থেকে কেট্‌লিটা কেড়ে নিয়ে উনুনে চাপিয়ে দিলে। আমাকে কিছুতেই চা করতে দিলে না।

পীতাম্বর। সে কি! যা-যা—শেষে পুড়েটুড়ে না যায়—

বিজলী। জল গরম হয়ে গেছে, চা তৈরী করছে দেখে এসেছি।

ইতিমধ্যে শ্যামলী চা লইয়া প্রবেশ করিল। বিজলীকে ইঙ্গিত করায় সে একটি টিপয় আগাইয়া দিল, শ্যামলী তাহার উপর চা রাখিল। শিশির চায়ের কাপ মুখে তুলিতে শ্যামলী উল্লসিত হইল

পীতাম্বর। এ ক'দিন পরে, আজ তোমাকে দেখে ওর মুখে হাসি ফুটেছে। তোমরা তা'হলে বস বাবা, গল্পগুজব কর। আমি আসি—

পীতাম্বরের প্রস্থান

শ্যামলী শিশিরকে হাবভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিল চা কেমন হইয়াছে?

শিশির। খুব ভাল চা হ'য়েছে।

শ্যামলী ইঙ্গিতে জানাইল আর একটু দিবে কি না?

শিশির। না না, আর দরকার নেই।

শ্যামলী ইঙ্গিতে বুঝাইল—ভাল যখন হইয়াছে তখন আর একটু নিতেই হবে। সে শিশিরের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল

বিজলী। নাও, ভাল যখন বলেছ, তখন আর কি রক্ষে আছে? ছুটল আবার চা আনতে।

শিশির। আশ্চর্য্য! আজ ওর এই পরিবর্ত্তন দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। মনে হয়, ও যা ছিল, বোধহয় তাই থাকাই ওর ভাল ছিল। আজ মনে হচ্ছে—এই জ্ঞান উন্মেষের সময় ও হয়ত সবচেয়ে বেশী আঘাত পাবে। অনিল এতদিন ওর পথ চেয়েই ছিল, বিয়ে করেনি, কিন্তু এবার বোধহয় মাসিমার সঙ্গে ও আর পেরে উঠবে না, বিয়ে ওকে করতেই হবে।

বিজলী। কেন? পাকা কথা কোথাও হ'যে গেছে বুঝি?

শিশির। শুধু পাকা কথা নয় বিজলী। পাত্রীকে সঙ্গে নিয়েই মাসীমা তীর্থ থেকে ফিরে এসেছেন।

ইতিমধ্যে দেখা যায়, শ্যামলী একটি টি-পট লইয়া প্রবেশ করিল এবং তাহা হইতে শিশিরের কাপে চা ঢালিয়া দিল। সহসা অনিলের ছবির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শ্যামলী লজ্জায় জিভ্ কাটিল। হাতের টি-পট টেবিলের উপর নামাইয়া তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিল। শিশির ব্যাপার কি, না বুঝিয়া বিজলীকে জিজ্ঞাসা করিল—

কি হ'ল বলতো? হঠাৎ মাথায় কাপড?

বিজলী। বুঝতে পারলে না, অনিলবাবুর ফটোর দিকে নজর পড়তেই লজ্জায় জিভ্ কেটে, দিদি মাথায় কাপড় টেনে দিল।

শিশির। তাই নাকি!

বিজলী। হাঁ। তাইতো ভাবছি; স্বামীকে চেনার সঙ্গে সঙ্গেই কি দিদি স্বামীকে হারাবে?

শিশির। অনিলদের বাড়ীর ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, ওর জীবনে সে দুঃখ পাওয়াটাও অসম্ভব নয়।

বিজলী। (কাঁদিয়া) তার চেয়ে দিদি যদি এখন মা'র কাছে চলে যায়, তা'হলে সব ভাবনারই অবসান হয়। মা জন্মের মত চলে গেলেন, আমিও আজ বাদে কাল তোমার সঙ্গে চলে যাব, আর ওকি শুধু জীবনভোর ঐ ছবির দিকে তাকিয়ে ঘোম্‌টা দেবে, আর সিঁদূর পরবে?

বিজলী কিসের জন্ম এবং কেন কাঁদিতেছে শ্যামলী তাহা বুঝিতে পারিল না। সে নিজের আঁচল দিয়া বিজলীর চোখের জল মুছিয়া দিতে লাগিল। শিশির সবিস্ময়ে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিল। ক্রমে মঞ্চ অন্ধকার হইল কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিলে দেখা গেল ঘরে কেহ নাই—শ্যামলী একাকী মা'র ছবির দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে

দীনুর প্রবেশ

দীনু। এই যে দিদিমণি! তুমি এখানে? এ কি কর্‌ছ—? মা'র ছবি দেখ্‌ছ—আর কাঁদ্‌ছ! মা'র জন্যে বড় কষ্ট হচ্ছে, না?—না, কাঁদ্‌তে নেই—ছি!—চল। তুমি নিজে হাতে করে না দিলে ছোট জামাইবাবু খেতে বস্‌ছেন না।

দীনুব কথায় শ্যামলী কোন রকমে আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিল

শিশিরের প্রবেশ

শিশির। একি! তুমি এখানে? এ-দিকে আমরা তোমায় চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

দীনু। এই দেখুন না জামাইবাবু—মা'র জন্যে এখানে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে। এরপর বড় দিদিমণির আমার কি উপায় হবে জামাইবাবু—

শিশির। ছিঃ! কাঁদ্‌তে নেই। মা স্বর্গে গেছেন, কাঁদ্‌লে অকল্যাণ হবে। এস, খেতে দেবে এস।

আগে দীনু ও পরে শিশিরের প্রস্থান

শিশির চলিয়া যাইলে শ্যামলী অনিলের ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। পরে সিঁদুর পরিয়া গলবস্ত্রে অনিলের ছবিকে প্রণাম করিল

শিশিরের পুনঃ প্রবেশ

শিশির। দিদি! এস, খেতে দেবে এস—

শ্যামলী চোখের জল মুছিতে মুছিতে শিশিরের অনুসরণ করিল

পঞ্চম দৃশ্য

অনিলের শয়নকক্ষ। একটি খাটের উপর অনিল শীর্ণ দেহ লইয়া বালিশে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখে বসন্ত রোগের ছাপ্ সুপরিস্ফুট। শয্যাপার্শ্বে ছোট টেবিলের উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি ও কিছু ফল রহিয়াছে। শয্যার সম্মুখস্থ একটি চেয়ারে তারিণী বসিয়া আছেন।

অনিল। বুড়ো বয়সে আমাদের জন্যে তোমায় খুবই কষ্ট পেতে হচ্ছে দাদু?

তারিণী। কিছু কষ্ট নয় ভাই, তুই যে ক'দিন বাদে আজ বিছানায় উঠে বসেছিস্, এ দেখে আমরা সব কষ্ট ভুলে গিয়েছি ভাই।

অনিল। কিন্তু দাদু, যে বয়সে মানুষ শান্তি চায়, সেই বয়সে আমাদের জন্যে তুমি দুঃখ পাচ্ছো বেশী।

তারিণী। সংসারে থাকতে গেলে এগুলো অনিবার্য্য। অশান্তি বিপদ আপদকে তো আর হাত দিয়ে ঠেলে সরান যায় না ভাই। কিন্তু

তীর্থধর্ম্মে যে, পুণ্য-সঞ্চয় করা যায়—তা' আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোদের মা বেটাকে দিয়ে।

অনিল। কি বুঝ্ছো দাদু? তীর্থ থেকে ফিরে এলাম তো রোগ নিয়ে!

তারিণী। তা' যেমন এনেছ—অন্যদিকে তেমনি তীর্থের ফল সংগ্রহ করেও এনেছ। তোমার মা যদি তখন রেবাকে সঙ্গে করে না নিয়ে আসতো, তা'হলে যে আজ কি হ'ত তাই ভাবি!

অনিল। সে কথা ঠিক। ওর সেবা-যত্নেই এবার আমি সেরে উঠ্লাম।

তারিণী। তাইতো বলছিলাম ভাই, মায়ের মনস্তুষ্টির জন্যে যদি আবার তোমায় বিয়েই করতে হয়, তা'হলে এই রকম মেয়েকেই তোমার বিয়ে করা উচিত।

অনিল। কিন্তু শ্যামলীকে যে আমি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেল্তে পারছি না।

তারিণী। এতদিনেও যদি তাকে মন থেকে মুছে ফেল্তে না পার, তা'হলে আর কোনদিন যে পারবে তা ব'লেও তো আমার মনে হয় না।

অনিল। আমি বেশ বুঝ্তে পারছি দাদু, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, মা আবার উঠে পড়ে লাগ্বেন এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে।

তারিণী। তাঁর পক্ষে সেইটাই স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে রেবা একগ্লাস ডাবের জল লইয়া প্রবেশ করিল

রেবা। নিন্, ডাবের জলটুকু খেয়ে নিন্।

অনিল হাত বাড়াইয়া ডাবের জল লইল ও চুমুক দিল

তারিণী। নির্জন থেকে কোলাহলময় সংসারে এসে, তোমার ভাল লাগ্ছে তো দিদি?

রেবা। এতদিন তো রুগী নিয়েই কাট্‌লো; এরপর কেমন লাগবে তা' বল্‌তে পারিনে।

তারিণী। বাবার জন্যে মন কেমন কর্‌ছে না তো?

রেবা নিরুত্তর

তারিণী। বুঝেছি।

রেবা। বাপ, মা, ভাই, বোন, আনন্দের সংসার! সব ভেঙে গেল! শুধু বেঁচে রইলাম আমি আর বাবা। তাই বাবার কথা মনে হ'লে একটু কষ্ট হয় বৈ কি!

এমন সময় হঠাৎ মঞ্জু ঘরে প্রবেশ করিল। তার পোষাক-আসাকে উগ্র আধুনিকতার ছাপ সুপরিস্ফুট। সকলকে চমকিত করিয়া সে রেবাকে ডাকিল—

মঞ্জু। এই যে বৌদি! মাসিমা তোমায় ডাক্‌ছেন।

রেবাকে 'বৌদি' বলায় সকলে বিস্মিত হইল। অনিল বিস্ময় ও বিরক্তিতে মাথা নীচু করিল। রেবা কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া বলিল—

রেবা। আমাকে?

মঞ্জু। হাঁ।

রেবা। কেন?

মঞ্জু। এতটা বেলা হ'ল, এখনো চা জলখাবার খাওনি, তাই।

রেবা। কিন্তু এখনো যে আমার পূজো-আচ্ছা হয়নি ভাই।

তারিণী। এতটা বেলা হ'ল, এখনও পূজো হয়নি? যাও—যাও।

রেবা নতমস্তকে চলিয়া গেল। মঞ্জুও রেবার সহিত যাইতেছিল, তারিণী তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—

তারিণী। এই মঞ্জু, শোন্—শোন্!

মঞ্জু ফিরিল

তারিণী। তুই ওকে ফট্ করে বৌদি বল্‌লি কেন?

মঞ্জু। By Jove! বৌদি বল্‌ব না তো কি বল্‌ব? অনিলদা'র সঙ্গে ওঁর বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেছে যে!

তারিণী। ঠিক হ'য়ে গেছে? তুই কার কাছে শুন্‌লি, যে ঠিক হ'য়ে গেছে?

মঞ্জু। বারে! বড় মাসিমার কাছে—it is a settled fact.

তারিণী। কিন্তু আমি যদি বলি, it is also a settled fact যে, তারিণী চক্রবর্ত্তী মঞ্জুশ্রী দেবীকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে, আর অনিল যদি তোকে এখন থেকে 'ছোট্ট ঠান্‌দি' বলে ডাকতে সুরু করে, তা'হলে কেমন হয়?

মঞ্জু। খুব ভাল হয়। তারিণী চক্কোত্তি'কে তা'হলে রাঁচীতে গিয়ে থাকতে হয়। হুঁ, বুড়ো বয়সে আবার বিয়ের সখ!

মঞ্জু শাড়ীর আঁচল উড়াইয়া প্রস্থান করিল

তারিণী। ব্যাপারটা বড় ঘোরাল বলে মনে হচ্ছে ভায়া।

অনিল। তাই তো দেখ্‌ছি।

তারিণী। এখন দেখ্‌ছি, মঞ্জুটাকে সঙ্গে করে না আন্‌লেই ভাল করতাম।

অনিল। কেন?

তারিণী। তোমার মেসোমশাই আর মাসিমা তাঁদের ঐ আদুরে মেয়েটিকে এমনি উগ্র আধুনিকতায় রং বুলিয়ে মানুষ করেছেন যে ওর পাল্লায় পড়ে আশ্রমবাসিনী রেবা এবার হাঁফিয়ে উঠ্‌বে দেখ্‌ছি।

অনিল। ওর আর দোষ কি দাদু? পাঁচজনের কাছে যেমন শুনছে, তেমনিই বলেছে—

তারিণী। তা' শুনলেই বা। বিয়ে থাওয়া কিছু হ'ল না, এখন থেকেই 'বৌদি' বলে ডাকতে সুরু করবে?

অদূরে সরলাকে দেখিয়া সহা[illegible]

তা' এবার তুমি একটা বিয়ে থাওয়া করে ঘর-সংসার না করলে, আমরা কিছুতেই ছাড়ছিনে—

শুদ্ধ কাপড় পরিয়া সরলা দেবী ঘরে প্রবেশ করি[illegible]

তার হাতে একটি ছোট পাথরের বাটী

সরলা। হাঁ। সেই ব্যবস্থাই কর মামা। নইলে আমিও যে আর সংসারে টিকতে পারছিনে।—মা শেতলার চরণামৃত। এ-টুকু মুখে দে বাবা।

অনিলের মা। চরণামৃত ঢালিয়া দিয়া সরলা [illegible]

এমন সময় অনিল ডাকিল—

অনিল। মা।

সরলা ফিরিলেন

অনিল। বেবার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই তো তুমি তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে?

সরলা। হাঁ।

অনিল। কোন অসম্মানের আঁচ তার গায়েতে যাতে না লাগে, সেটাও তো তোমার দেখা দরকার।

সরলা। কিন্তু একথা কেন অনিল?

অনিল। বলার প্রয়োজন বলেই বল্লাম। স্নেহের বশে অন্ধ হ'য়ে, কোনও কাজ ক'রনা! ফল তা'তে বিপরীত হ'তে পারে।

সরলা। অন্ধ আমি হইনি অনিল। তা' যদি হ'তাম, তাহ'লে এবার আর তোকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারতাম না। যে তোকে এত সেবা-যত্ন করে সারিয়ে তুল্‌ল—তার সম্বন্ধে এখনো কি তোর কোনও সন্দেহ আছে?

অনিল। যার কল্যাণ হাতের স্পর্শে আমি এতবড রোগ থেকে সেরে উঠ্‌লাম, তার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ আমি মনের কোণে ঠাঁই দেব—এত ছোট আমি নই মা!

সরলা। তবে?

অনিল। আমাব মনে যে সংশয় উপস্থিত হ'য়েছে মা, তার জন্যেই কথাটা বল্লাম।

সরলা। এতবড় রোগটা থেকে উঠ্‌লি, শরীরের সঙ্গে মনটাও তোর ভেঙে পড়েছে। তাই এত সংশয়! ও-সব কিছু ভাবিস্‌নি বাবা! সব ঠিক হয়ে যাবে।

সরলার প্রস্থান

তারিণী। মঞ্জুকে যা বল্‌তে চেয়েছিলাম, সেও যত বুঝ্‌ল, তোমার মাকে তুমি যা বোঝাতে চাইলে, তিনিও তত বুঝ্‌লেন। একজন পাঠাতে চাইলে রাঁচী—আর একজন বল্‌লে, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আরে বাবা, ঠিকটা হবে কি? সবটাই যেখানে বেঠিক সেখানে 'বৌদি' বলাও যেমন অন্যায়, 'বৌমা' বলাও তেমনি অন্যায়।

এমন সময় মঞ্জু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—

মঞ্জু। বুঝ্‌লে অনিলদা, তোমার বৌ—

তারিণী। (বিরক্তভাবে) ফের্ বৌ?

মঞ্জু। Yes বৌ! it is a settled fact—তারপর বুঝ্‌লে অনিলদা, তোমায় যে কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, ওঃ! কি Sentimental! তোমায় কি বল্‌ব? এ ঘরে বৌদি বলেছি—আর ও ঘরে গিয়ে কাঁদ্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছে।

তারিণী। (উত্তেজিতভাবে) দেখ, দেখ, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায় দেখ?

মঞ্জু। গড়াবেই তো! তোমার যেমন বুদ্ধি! মানুষের Sentiment বোঝ না? সেই সকাল থেকে যে এ ঘরে জেঁকে বসেছ, ওঠ্‌বার নামটি নেই! বলি, যে লোকটা এত করে সেবা-যত্ন করে সারিয়ে তুল্‌ল—তার তো একটু ইচ্ছে হয়, দু'জনে একটু প্রাণের কথা কয়। হুঁ! যত সেকেলে!

মুখ বিকৃতি করিয়া মঞ্জু চলিয়া গেল

তারিণী। আর দেরী নয় ভায়া, শ্যামলীকে যত তাড়াতাড়ি পার নিয়ে এস—

পুনরায় সরলাকে আসতে দেখিয়া স্বর পাল্‌টাইয়া

মঞ্জুটাকে বুঝ্‌লে—ভাব্‌ছি, সলিলের সঙ্গে টিকিট কেটে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দিই।

উপরোক্ত কথার মাঝে সরলা প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

সরলা। কা'কে পাঠিয়ে দেবে মামা?

তারিণী। ভাব্‌ছি মঞ্জুকে সলিলের সঙ্গে পাঠিয়ে দিই। এ ক'দিন কলেজ কামাই করে রয়েছে।

সরলা। কলেজ কামাই হবে কেন? ওর তো এখন ছুটি। ও এখন আমার কাছেই দিন কতক থাকবে, আমি ওর মাকে চিঠি লিখেছি।

সহসা শিশির ঘরে প্রবেশ করিল। সরলা শিশিরকে দেখিয়া কহিলেন—

সরলা। এই যে শিশির, এ ক'দিন আসিসনি কেন বাবা ?

শিশির। এখানে ছিলাম না, তাই আসতে পারিনি মাসিমা।

তারিণী। কি ভায়া! শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিলে নিশ্চয়ই ?

শিশির। ঠিকই ধরেছেন দাদু। বাধ্য হ'য়ে যেতে হ'য়েছিল।

অনিল। বাধ্য হ'য়ে ?

শিশির। হাঁ, শাশুড়ী ঠাকুরুণ হঠাৎ মারা গেলেন।

অনিল। সে কি! কই ? আমি তো কোন খবর পাইনি ?

শিশির। তোমাদের কাছে ওঁরা আজও অপরাধী হ'য়েই আছেন। তাই, আসামীর কাঠগড়া থেকে খবরটা জানাতে বোধহয় শ্বশুরমশাই সঙ্কোচ বোধ করেছেন।

অনিল। কিন্তু যাবার সময় তুমিও তো অন্ততঃ খবরটা দিয়ে যেতে পারতে শিশির ?

শিশির। তা' হয়ত পারতাম। কিন্তু আমি যখন যাই, তখন তোমার যে অবস্থা দেখে আমি গিয়েছিলাম, তা'তে এ দুঃসংবাদট তোমায় জানান উচিত হবে না মনে করেই আমি জানাইনি—

অনিল। কাজকর্ম্ম সব মিটে গেছে তো ?

শিশির। হাঁ।

অনিল। বিজলীকে রেখে এলে বোধহয় ?

শিশির। কার কাছে আর রেখে আসব ? শ্বশুরমশাই একা!—

অনিল। ঠিকই তো।

শিশির। আসবার সময় শ্যামলী খুবই কাঁদতে লাগল। শ্বশুরমশাই বল্লেন—আমার সবচেয়ে ভাবনা হ'য়েছে, এখন ওকে নিয়ে।

অনিল। মা! যে কারণে শিশির বিজলীকে নিয়ে আস্‌তে বাধ্য হ'য়েছে—শুধু সেই কারণেই তুমি আমাকে অনুমতি দাও—আমি শ্যামলীকে নিয়ে আসি।

সরলা। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ঠেলে ফেলে দিয়ে—আবার ঐ অভিশাপকে তুই কুড়িয়ে আন্‌তে চাস্‌?

অনিল। অভিশপ্ত জীবন যার, অভিশাপ তো তাকে কুড়ুতেই হবে মা! আশীর্ব্বাদ ভিক্ষে করে বা কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। সে যখন আসে—তখন আপনিই আসে।

সরলা। দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই আমি তাকে কুড়িয়ে ঘরে এনেছি। তুই-ই তো তাকে ঠেলে ফেলে দিতে যাচ্ছিস্‌?

অনিল। ও! বুঝেছি, রেবার কথা বল্‌ছ? কিন্তু এ কথা তুমি কি করে মনে স্থান দিলে মা! যে রেবাকে আমি বিয়ে করব? এখনও তুমি তোমার সেই কালা-বোবা বৌকে আন্‌তে অনিচ্ছুক? তার মা মারা গেছেন। সেই অভাগা জীবটীকে দেখবার আজ আর কেউ নেই! এ-রকম সময়েও যদি তাকে না এনে আবার আমি বিয়ে করি, তা'হলে এরপর সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবারও যে অবসর পাবো না মা! আমি লক্ষ্য করেছি মা! সে মানুষ, সে মানুষ! তার মধ্যে মানুষের সব জিনিষই আছে—

শিশির। আছে বৈকি! আমি নিজে চোখে দেখে এলাম, সে এখন ঘোম্‌টা দেয়, নিজের হাতে সিঁদুর পরে, সকাল সন্ধ্যেয় সে তোর ছবিকে প্রণাম করে

অনিল। শুন্‌ছ শুন্‌ছ মা! শোন-শোন। সেদিন তোমার যে শিশির আবার ;আমায় বিয়ে করতে বলেছিল, সেই শিশিরই আজ কি বল্‌ছে শোন?

সরলা। আমি কিছু শুনতে চাইনে। যেখানে সন্তান মায়ের কথা শোনে না, সেখানে মা'র পক্ষেও সন্তানের কোন কথা শোনা সম্ভব নয়।

অনিল। এখনও ছেলের অহঙ্কার ছাড়তে পারছ না? সে কালা বোবা বলে, তার ওপর কর্ত্তব্য জ্ঞান এখনো তোমার এলো না? কিন্তু মনে রেখো মা! ভগবানের রাজ্যে এ অবিচারের ফল ভোগ একদিন আমাদের করতেই হবে।

সরলা। ওরে চুপ্ কর, চুপ্ কর, আর বলিস্‌নে, আর আমি শুন্‌তে পারি না। যা—নিয়ে আয় তোর বৌকে। সেই বৌ'কে নিয়ে এসে তুই ঘর কর, আর আমায় বাক্যযন্ত্রণা দিস্‌নে—

সরলা ঘর হইতে চলিয়া যান। অনিল মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকে। অপ্রস্তুতভাবে শিশির বলিল —

শিশির। এ খবরটা এত তাড়াতাড়ি তোমাকে না দিলেই দেখ্‌ছি ভাল করতাম।

তারিণী। কিছু খারাপ করোনি ভায়া, কিছু খারাপ করোনি, বরং ভালই করেছ। দস্যু রত্নাকর নাকি "মরা-মরা" বল্‌তে বল্‌তে একদিন রামনাম উচ্চারণ করেছিল। অনিল যদি তার বৌকে একান্তই নিয়ে আসতে চায়, তা'হলে তার মা'র এই অনুমতির ওপরই নির্ভর করে তাকে নিয়ে আস্‌তে হবে।

অনিল। (উত্তেজিতভাবে) তাই আনবো দাদু—আমি তাই আনবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অনিলদের বাড়ীর একটি কক্ষ। তখন অপরাহ্ণ। রেবা একাকিনী গান গাহিতেছে। গানের শেষে সরলা প্রবেশ করেন। রেবা টের পায় না।

গান

পিয়া ইত্‌নী বিনতি শুনো মোরী
শুনো মোরী মোরী!
অ্যাওরানে শুঁয়্যাস ব্যাতিয়াঁ ক্যয়াত হে!
হমসে র‍্যাহে চিত চোরী;
তুম্ বিন্ মেরে অ্যাওরে ন্য কোঈ
ম্যয় শ্যরাণাগ্যত তোরি তোরি!!
আওয়্যান ক্যাহে গ্যয়ে আজ হুঁ ন্য আয়ে
দিন্যাস রহে আব থোড়ী
মীরা ক্যাহে—প্রভু ক্যবরো মিলোগে
আরজ ক্যরু ক্যরু জোড়ী জোড়ী
আরজ ক্যরু ক্যর জোড়ী জোড়ী!!

গীতান্তে সরলা তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল

সরলা। রেবা!

রেবা। মা!

সরলা। তোর মা'কে তুই ভুল বুঝিস্ নি তো মা?

রেবা। (মা'য়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া) এ কথা কেন মা?

সরলা। কেন যে আজ এ প্রশ্ন মনের মধ্যে উদয় হ'ল, তা' তোকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না। তোকে নিয়ে এসে তোর ওপর যে অবিচার করলাম—

রেবা। (বাধা দিয়া) এ কি কথা মা। কোন অবিচারই তো আমার উপর করেন নি? বরং আপনারা উপকারী, আমি উপকৃত—

সরলা। উপকৃত বলিস্ নে মা! বরং তোকে নিয়ে এসে তোর অপকারই করলাম। তপস্বিনীকে স্বার্থান্ধ সংসারের মাঝে নিয়ে এসে জীবনটাকে বিষময় করে তুল্‌লাম। ভেবেছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত অনিল হয়ত আমার কথা রাখ্‌বে কিন্তু—

রেবা। বুঝ্‌তে পেরেছি—আপনি কি বল্‌তে চান; কিন্তু তিনি তো কোনও অন্যায় করেন নি মা?

সরলা। অন্যায় করেনি? সে আমার মনের খবর ভাল করেই জানে। সব জেনে শুনে তবুও সে তার বৌকে আন্‌তে গেল!

রেবা। মা!

সরলা। কি রেবা?

রেবা। যদি কিছু মনে না করেন, তা'হলে একটা কথা বলি—

সরলা। না না, মনে আর কি করবো! বল—

রেবা। আমাকে আপনি আমার বাবার কাছে যেতে দিন—

সরলা। আজ হঠাৎ একথা কেন বল্‌ছো মা?

রেবা। আমি যতদিন আপনার সংসারে থাকব, ততদিন আপনার মনের পরিবর্ত্তন হবে না—হওয়া সম্ভবও নয়—মা'র মৃত্যুর পর, বাবার কাছ থেকে আপনি যখন আমাকে চেয়ে এনেছিলেন—তখন ভেবেছিলাম, আমি মা'র মেয়ে হয়েই থাকব—

সরলা। কিন্তু মেয়েকেও তো এম্‌নি করে রাখা যায় না—তাকে সংসারী করে তোলার দায়িত্বও যে মায়েরই—সব মায়েরই তো সাধ যায়, মেয়ের সিঁদুর পরা মুখটি দেখ্‌তে—

সহসা নেপথ্য হইতে তারিণীর গলা শোনা গেল। তিনি 'সরলা—সরলা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিলেন

তারিণী। (সরলাকে দেখিয়া) এই যে সরলা! বল্‌ছিলাম কি বেলাবেলি বেরিয়ে পড়্‌তে না পারলে, এ ট্রেনটাও তো আমরা ধর্‌তে পারব না। অনিলের জন্যে তো কাল থেকে অপেক্ষা করলাম, কিন্তু সে তো এখনো এলো না—আর তো থাকাও চলে না—কাল থেকে আবার মঞ্জুর কলেজ খুল্‌বে।

সরলা। আর তোমাকে আট্‌কে রাখি, সে মুখও আমার নেই মামা! অনিল সেরে উঠ্‌ল,—ভেবেছিলাম, এবার হয় তো তার মত করাতে পার্‌ব—

মঞ্জু। অনিলদার সেবাবকার বিয়েতে আমাদের কোনও সাধই মেটেনি। তাই বড় আশা করেছিলাম যে এবার স্বদে আসলে তা' মিটিয়ে নেব—কিন্তু সে আশা আর মিটল না মাসিমা।

সরলা। (কাঁদিয়া) তোদের সে আশা আর মেটাতে পারব না মা!

তারিণী। ভেবেছিলাম, অনিল এলে তার সঙ্গে দেখা করে যাব। তার বৌ দেখে যাব। কিন্তু তা' আর হ'ল না। অনিল এলে, তাকে বুঝিয়ে বলিস্ থাকা আর সম্ভব হ'ল না—

মঞ্জু। (রেবার হাত ধরিয়া) বড় আশা করে, যা বলে তোমায় সেদিন ডেকেছিলাম—সে আশা যখন পূর্ণ হ'ল না, তখন যাবার সময় তোমাকে 'দিদি' বলে যাচ্ছি। মাসিমাকে ফেলে তুমি যেও না ভাই—এ সংসারে আমাদের তুমি দিদি হ'য়েই থাক।

তারিণী। মঞ্জু ঠিকই বলেছে রেবা। এতদিন আমার এখানে তুই নাতিই ছিল—একটী নাত্‌নীর অভাব ছিল, এখন থেকে সেই অভাবটী তুমি পূর্ণ কর রেবা—

সরলা। কিন্তু তাও আর সম্ভব হচ্ছে না মামা! রেবাও আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছে—

তারিণী। সেকি! কোথায়?

সরলা। হরিদ্বারে—ওদের আশ্রমে।

তারিণী। তপশ্চারিণীর পক্ষে আশ্রমে যেতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু সংসারও একটা আশ্রম। যাবার সময় রেবাদিদিকে শুধু এই কথাটাই জানিয়ে যেতে চাই—

রেবা আসিয়া তারিণীকে প্রণাম করিল। তারিণী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—

যে কথাটা বলে গেলাম, ভেবে দেখো দিদি—যদি সম্ভব হয়, এ আশ্রমে থাকবার চেষ্টা কর। আসি সরলা—

সরলা তারিণীকে; মঞ্জু সরলা ও রেবাকে প্রণাম করিল

মঞ্জু। (সরলাকে) আসি মাসীমা—(রেবাকে) আসি দিদি—

রেবা। (ব্যথিত-মনে) এসো—

সকলে চলিয়া গেলেন। রেবা ও সরলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

সরলা। মঞ্জু, মামা চলে গেলেন, তুইও চলে যাবি। আমি কি করে সেই কালা বোবা মেয়েটাকে নিয়ে একা থাকৃব মা!

কাঁদিয়া ফেলিলেন

রেবা। না—না, আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না মা! আমি থাকৃব—

সরলা। থাকবি! তুই থাকবি রেবা?

রেবা। হাঁ, ভেবে দেখলাম, দাদুর কথাই ঠিক। ওঁর সুখ-শান্তি কর্ত্তব্যের দিকে না চেয়ে, এমন করে চলে গেলে অন্যায় হবে। উনি বড় আশা করে বৌ আন্‌তে গেছেন—এসে যদি দেখতে না পান তা'হলে সে লজ্জা ঢাকবার যে জায়গা থাক্‌বে না—

সরলা। জানি। কিন্তু আমি যে তোর এ ভাবে বেড়ান আর সহ্য করতে পারছি না রেবা!

রেবা। আমার জন্যেই তা পারতে হবে। আমায় যদি আপনি আপনার ছেলের সুখশান্তির চেয়ে বড় করলেন, তা'হলে সেই অধিকারেই বল্‌ছি মা, আমার এ লজ্জা আপনাকে রাখতেই হবে। দেখবেন মা আমি শ্যামলীর সেবা-যত্নের সব ভার নেব, হাতে ধরে সব কাজ শেখাব, আর তিনি তাকে মানুষ করে তুল্‌বেন।

সরলা। বেশ। তবে তোরা এই-ই কর্। তোরাই যদি এতে সুখ পাস্, তবে কেন আমি আর—

রেবা। শুধু সুখ নয়—ভেবে দেখলাম, ওঁর কর্ত্তব্য উনি পালন করবেন তাতে কেন আমরা এত কাতর হ'ব?

সরলা। তবে তোর ভাগ্যে যা আছে—তাই হোক—

অনিল। (নেপথ্যে) মা—মা—

অনিলের ডাকে সরলা ও রেবা সচকিত হইলেন। সহসা অনিল শ্যামলীকে লইয়া প্রবেশ করিল। শ্যামলীর চেহারা আজ অনেক শান্ত, তাহাকে দেখিয়া সরলা যেন চম্‌কাইয়া উঠিলেন

অনিল। (সাগ্রহে) শ্যামলী এসেছে মা!

সরলা অনিলের কথার জবাব না দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। শ্যামলী গলায় আঁচল দিয়া সহসা সরলার পায়ে মাথা ঠুকিতে লাগিল

সরলা। (ব্যস্তভাবে) এ কি! ও এমন কর্‌ছে কেন? ওরে তোল্—অনিল ওকে তোল্—

শ্যামলী যথারীতি পায়ে মাথা ঠুকিতে লাগিল

অনিল। ওর মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ও বুঝতে পেরেছে—যে এখানে আশ্রয় পেতে হ'লে, সর্ব্বাগ্রে তোমার পায়ের তলায় ওর স্থান পাওয়া চাই। সেই কথাটাই ও এমন করে তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছে।—তোমার ছেলের জন্যে বুকভরা যে স্নেহ তুমি সঞ্চয় করে রেখেছ—এই অসহায়া মাতৃ-হারা অভিশপ্তাকে তার একটু ভাগ দাও মা! ওকে তার একটু ভাগ দাও—

দেখা গেল সরলা নিজেকে আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না। পুত্রের কথায় স্নেহের বন্যা তাঁহার দু'চোখে নামিয়া আসিল। তিনি শ্যামলীকে সস্নেহে বুকে তুলিয়া লইলেন।

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারিগণ

প্রযোজনা	...	শ্রীসলিলকুমার মিত্র (সত্বাধিকারী, ষ্টার থিয়েটার)
কাহিনী	...	নিরুপমা দেবী
নাট্যরূপ	...	শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
নাট্যপরিচালনা	...	শ্রীশিশির মল্লিক ও শ্রীযামিনী মিত্র
গীতিকার	...	শ্রীশৈলেন রায়
সঙ্গীত পরিচালনা	...	শ্রীদুর্গা সেন
মঞ্চ-শিল্পনির্দ্দেশ	...	শ্রীসতু সেন
মঞ্চাধ্যক্ষ	..	শ্রীঅনিল বসু
মঞ্চ-শিল্পী	...	শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক	...	শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসত্য সরকার
যন্ত্র-শিল্পী	...	শ্রীঅনিলবরণ রায়, বিশ্বনাথ কুণ্ডু, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির চক্রবর্ত্তী, মুরারী রায়, মাখন মুখোপাধ্যায়,
আলোক সম্পাতকারী	...	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দে, বেজপৎ সিং, ভানু মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ সেন, দুলালচন্দ্র দাস, জলধর নান।

রূপ-সজ্জাকর	...	শ্রীনৃপেন রায়, সেখ ফরহাদ, বটকৃষ্ণ দে, কালি দাস, কৃষ্ণচন্দ্র দাস।
আবহ্‌, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ	...	শ্রীদুলাল মল্লিক
মঞ্চ-সজ্জাকর	...	শ্রীভরত মিস্ত্রি, যুগল গুঁই, জ্যোতিষচন্দ্র রায়, কার্ত্তিক কর্ম্মকার, মণীন্দ্রনাথ দাস, রামদাস দাস, শশীভূষণ দাস, সন্তোষ সরকার, উপেন চক্রবর্ত্তী।
দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ	...	শ্রীভূষণ সামন্ত।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

পুরুষ ঃ

তারিণী	...	...	জহর গাঙ্গুলী
অনিল	...	...	উত্তমকুমার
শিশির	...	...	মিহির ভট্টাচার্য্য
সলিল	...	...	অনুপকুমার
পীতাম্বর	...	..	রবি রায়
বিশ্বেশ্বর	...	...	সন্তোষ সিংহ
পাঁচকড়ি	...	...	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
গদাধর	...	...	ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামাদাস	...	...	শ্যাম লাহা
জলধর	...	...	শান্তি দাশগুপ্ত
দীনু	...	...	পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
সুনীল	...	...	চন্দ্রশেখর
সনাতন	...	...	লক্ষ্মীজনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় (জুং)
শম্ভু	...	...	শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
পীতাম্বরের আত্মীয়	...	...	চণ্ডীচরণ মিত্র

অন্যান্য অংশে :—গোপী দে, শিশির চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু সেন, সুকুমার ভট্টাচার্য্য, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, অজয়কুমার সিংহ (এ্যাঃ)

স্ত্রী ঃ

সরলা দেবী	...	...	সরযূবালা
শ্যামলী	...	...	সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
নারায়ণী	...	...	অর্পনা দেবী
রেবা	...	...	রমা দেবী
বিজলী	...	...	শেফালী দত্ত
রেবার মা	...	...	বেলারাণী
মঞ্জু	...	...	কল্যাণী দাস বি, এ

বিজলীর বান্ধবী—বীণা দেবী, ভারতী, গীতা দেবী
সরলার প্রতিবেশিনী—গিরিবালা, লীণা দেবী,
প্রতিভা দাস, মঞ্জু, ছবি।